ছায়া-মানব।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

—০:০—

কলিকাতা

৭৫ নং করনোয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
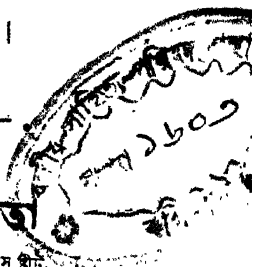
হেরল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীহরিনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত

ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৫ সাল।

মূল্য ৷৶৹ আনা মাত্র।

This work

IS

DEDICATED

As a Token of Respect

TO

COL. H. S. OLCOTT,

President Founder, Theosophical Society,

Who kindled in me and my countrymen, the love of studying Theosophy, Spiritualism and other kindred subjects.

ভূমিকা।

—০ঃ০—
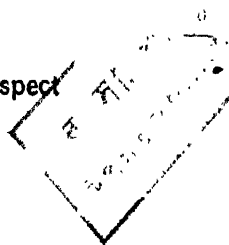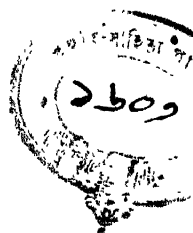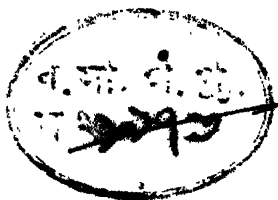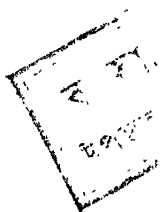
ভূত, প্রেত, পিশাচ, এই কয়েকটী কথা সর্ব্বকালে ইহ পৃথিবীস্থ সমস্ত দেশ-প্রদেশে প্রচলিত আছে। কেবল কথা কেন, সর্ব্ব সময়ে ভূতের উপদ্রব ও ভূতে পাইবার বৃত্তান্ত শ্রবণ করা যায়। মনুষ্য ও জন্তুগণ মৃত্যুর পর প্রেত-যোনী প্রাপ্ত হয়, ইহা হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি প্রায় সকল দেশের শাস্ত্রোক্তি। সম্প্রতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়, দেহ পতনের পর ভূতযোনি প্রাপ্তির কথায় বিশ্বাস করেন না। এমন কি ভূতের উপদ্রব চক্ষে দেখিলেও তাঁহারা উহার অপরাপর কারণ দর্শাইয়া আপনাদিগের মার্জ্জিত বুদ্ধির পরিচয় দেন। তাঁহারা প্রাচীন শাস্ত্র বাক্য অগ্রাহ্য করেন। আমাদিগের আর্য্য ঋষিগণ ও অন্যান্য দেশস্থ পুরাকালীন সুবিদ্বান ব্যক্তিগণ, মানবের মৃত্যুর পর যে যে অবস্থার কথা বর্ণন করি-

য়াছেন তাহা সমুদায়ই মিথ্যা ও বিজ্ঞানবেত্তাদিগের বাক্যই সত্য, তাহা কোনপ্রকারে সম্ভব হইতে পারে না।

৫০ বৎসর পূর্ব্বে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ স্বদেশস্থ সমাচার পত্রে উল্কাস্থ প্রস্তরের কথা শুনিয়া কতই বিদ্রূপ ও উহা অলীক বলিয়া কতই ঘৃণা প্রকাশ করিতেন। পণ্ডিতবর লাভোইসর একদিবস বিজ্ঞান সভা সমক্ষে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে আকাশে প্রস্তর খণ্ড নাই, তজ্জন্য আকাশ হইতে পৃথিবীতে প্রস্তর খণ্ড পতিত হইতে পারে না। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ অবধি বিজ্ঞানবেত্তাদিগের উক্ত মতই বলবৎ ছিল, কিন্তু ঐ বৎসর ২৬ এপ্রেল তারিখে ওরন্ প্রদেশের নিকটবর্ত্তী কয়েক বিঘা ভূমি দিবাভাগে উল্কাস্থ প্রস্তর খণ্ডে আবৃত হওয়ায়, সহস্র সহস্র ব্যক্তি ঐ ঘটনা চক্ষে দেখিয়াছিলেন। বিজ্ঞান সভাস্থ পণ্ডিতবর মেং বিয়ট উক্ত ব্যাপার অনুসন্ধানার্থে ঐস্থানে উপস্থিত হইয়া, বিমান পতিত কয়েকখানি প্রস্তর খণ্ড সভ্যদিগের সম্মুখে আনয়ন করেন।

বিমান পতিত প্রস্তর রাশী বহুসংখ্যক ব্যক্তি চক্ষে দেখিলেন, পণ্ডিতগণের না শব্দটী প্রয়োগের আর ক্ষমতা নাই; সকলেই নীরব, কি বলেন ভাবিয়া

স্থির করিতে পারিতেছেন না, ইত্যবসরে পরম জ্যোতি- র্ব্বিদ মেং লাপ্লাস সভ্যগণের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য, অদ্ভুত গণনা দ্বারা এই সিদ্ধান্ত করিলেন, যে সৌর-জগতস্থ আগ্নেয়-গিরির এরূপ প্রভাব ও উহা হইতে অগ্নি নির্গত হইবার সময় তৎসহ ধাতু ও প্রস্তর খণ্ড এত দূরে নিক্ষিপ্ত হয়. যে ঐ সমস্ত ইহ পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তির অন্তর্গত হওয়া সম্ভব ; সুতরাং আকাশ হইতে প্রস্তর পতন সত্য ও বিজ্ঞান সঙ্গত। বিমানস্থ ধূমকেতুর ভগ্নাংশ হইতে উল্কার উৎপত্তি সম্বন্ধে, ইদানীং বহু সংখ্যক পণ্ডিতগণ পোষকতা করেন।

কোন সময়ে বৃষ্টিধারা সহিত আকাশ হইতে ভেক- রাশী ভূতলে পতিত হওয়ায়, পণ্ডিতগণ পূর্ব্বমত সিদ্ধান্ত করিয়া কহিলেন "বিমানে ভেক নাই অতএব ভেক আকাশ হইতে পতিত হইতে পারে না। কিন্তু ভেকরাশী শত শত ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল. একেবারে অস্বী- কার করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা না করিয়া তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিলেন, যে ভেকগণ ডিম্বাকারে মৃত্তিকামধ্যে লুক্কাইত ছিল, সহসা প্রবল বারি ধারা পতন হেতু তড়িৎ ও উত্তাপ প্রভাবে, উহারা ডিম্ব হইতে বাহির হইয়াছে। ভেক একেবারে অণ্ড হইতে বাহির হইতে পারে না

বেঙ্গাচি অবস্থা অতিক্রম না করিলে, ভেকাবস্থা প্রাপ্ত হয় না; পণ্ডিতেরা উহা অবগত হইয়াও প্রকৃত মিমাংসার অভাবে, তৎকালে ঐ সিদ্ধান্তই যথার্থ সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থির করেন। পরে কোন সময়ে বৃষ্টির পর আকাশমার্গ হইতে বহুসংখ্যক লেবু ভূতলে পতিত হওয়ায় অনুসন্ধান দ্বারা যখন অবগত হইলেন, যে লেবুগুলি প্রবল বায়ুবেগে বৃক্ষ হইতে ছিন্ন হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তখন তাঁহারা ঝটিকার তথ্য ও প্রভাব অনুসন্ধানে যত্নবান হইয়া ক্রমে স্পষ্ট বুঝিলেন, যে প্রবল বায়ু প্রভাবে সমুদ্র বা অপর জলাশয়ের জলরাশী, আকাশ মার্গে উৎক্ষিপ্ত হইতে পারে ও উহাতে ভেক বা অপর কোন জলজন্তু থাকিলে অবশ্যই ভূতলে পতিত হওয়া সম্ভব।

পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা আধুনিক বিজ্ঞানবেত্তাগণের অবমানা করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহারা বুদ্ধি বলে সময়ে সময়ে নানাবিধ বস্তুর নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া সাংসারিকগণের বিবিধ উপকার করিতেছেন, কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহারা যে ভ্রম শূন্য, তাঁহারা যাহা বলেন সমুদাই সত্য, ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না।

মনুষ্য অকারণ জন্মগ্রহণ করিল, চিরজীবন অকারণ সুখ ও দুঃখের প্রবাহে বিতাড়িত হইল, ও দেহান্তে

তাহার সমস্ত জীবনের আশা ভরসা শেষ হইল, ইহা বড় বিচিত্র কথা। যখন কারণ ব্যতিত কোন কার্য্য সংসারে পরিদৃশ্যমান হয় না, তখন মানবদেহ ধারণের কি কোন নিগূঢ় কারণ নাই? কেহ চিরসুখ, কেহ বা চিরদুঃখভোগ করিল, ইহাও কি অকারণ? পিতা মাতার অপরাধে পুত্রের শারীরিক ও মানসিক কষ্টই বা কি প্রকারে সম্ভবে। দুই ভ্রাতার শারীরিক মানসিক বা সাংসারিক অবস্থা সহসা একপ্রকার দৃষ্টিগোচর হয় না। অনন্ত বিশ্বপতির কি এমনি নিয়ম, যে একের অপরাধে অন্যে কষ্ট পায়?

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে আর্য্য ঋষি-বদন বিনিঃসৃত জন্ম জন্মান্তরিন কর্ম্মফলই আমাদিগের সাংসারিক সুখ দুঃখের কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অনেকে এরূপ বলিয়া থাকেন যে কর্ম্মফলের আদি কোথায়, উহা কোথা হইতে উদ্ভূত হইল? অনন্ত শক্তি উদ্ভূত পদার্থের কখন আদি অন্ত থাকিতে পারে না—যখন অনন্ত বিশ্ব, প্রকাশ বা অপ্রকাশভাবে সেই অনন্ত-শক্তির বিকার মাত্র, তখন কর্ম্মফলের আদি কিরূপে সম্ভবে। যাহার আদি আছে তাহার অন্তও অবশ্য আছে।

দেহান্ত, মানবজীবনের অবস্থান্তর মাত্র—এতদ্বিষয় আমাদের বেদ, বেদান্ত, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র প্রমাণ স্থল।

কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা অনুমাণি প্রমাণ প্রিয়ক্ নহেন; পরকাল অনুসন্ধানার্থী সুবিজ্ঞ আমেরিকা-বাসীগণ প্রেত-প্রমুখাৎ মৃত্যুর পর-অবস্থা জানিবার ইচ্ছায়, প্রেতাবির্ভাব কার্য্যে কিছুকাল বিব্রত আছেন।

প্রেতাবস্থা স্বাভাবিক ও সম্ভব, ইহা প্রমাণ করাই আমাদের এ পুস্তকের উদ্দেশ্য। কিন্তু ইদানীং বিজ্ঞান প্রিয় ব্যক্তিগণের প্রতীতি জন্য আমাদিগের শাস্ত্র সঙ্গত প্রমাণ না দিয়া পাশ্চাত্য বোর্ডো বিজ্ঞান সভার সভ্য মান্যবর এডলফ্-ডি-আসিয়ারের পুস্তকের সাহায্যে আমরা এতদ্বিষয় প্রমাণে প্রবৃত্ত হইলাম।
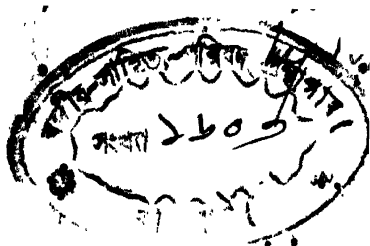
ছায়া-মানব।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রেত দর্শন।

আমরা অগ্রে পাদ্রি পিটুনের প্রেতাবস্থা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম। তিনি সেণ্টেনাক্ গ্রামের একজন ধর্ম্মযাজক ছিলেন। মৃত্যুর পর প্রেতযোনী প্রাপ্তে, তিনি বিবিধ প্রকারে নিকটস্থ বিবিধ স্থানে নানা ব্যক্তির দৃষ্টি গোচর হইয়াছিলেন। মেং ডি আসিয়ার স্বয়ং ঐ স্থানে গমন করিতে অপারক বিধায়, তত্রত্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক মেং এগ নামক এক সুবিজ্ঞ ব্যক্তিকে উক্ত বিষয় অনুসন্ধান জন্য পত্র লিখেন ও নিম্নলিখিত উত্তর প্রাপ্ত হয়েন।

সেণ্টেনক্-ডি-সিরু ৮ মে ১৮৭৯

মহাশয়

আপনি মৃত পাদ্রি মহোদয়ের প্রেতাবস্থার কথা সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া লিখিতে কহিয়াছেন, আমি সেই স্থানস্থ বুদ্ধিমান, বিদ্বান, ও সম্পূর্ণ বিশ্বাস যোগ্য ভদ্র ব্যক্তি সমূহের প্রমুখাৎ ঐ সম্বন্ধে যাহা শুনিলাম তাহা নিম্নে অবিকল বিবৃত হইল।

প্রায় ৪৫ বৎসর গত হইল পিট্নের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর দিবস হইতে গির্জা মধ্যে চৌকি নাড়ন, পদসঞ্চারণ ও নস্যদানি হইতে নস্য লওয়া প্রভৃতি নানাপ্রকার শব্দ হইতে লাগিল। সরল স্বভাব গ্রামবাসীগণ উহা মৃত পাদ্রির কার্য্য স্থির করিলেন ও কতকগুলি বুদ্ধিমান ব্যক্তি উহাদিগের কথায় হাস্য কৌতুক করিতে লাগিলেন। এইরূপে কয়েক দিন অতিবাহিত হইলে তত্রত্য মেং এণ্টোনাইন্ ও বেপ্‌টিষ্ট্ গেলি নামক দুই জন সুবিদ্বানও সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি শব্দের যাথার্থ্য অনুসন্ধানেচ্ছায় বন্দুক ও তরবারি হস্তে এক দিবস সায়ংকালে গির্জা মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। রন্ধনশালার অগ্নি তখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই দেখিয়া উভয়ে ঐ গৃহে উপবেশন পূর্ব্বক নানা কথাবার্ত্তায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল অতিবাহিত হইল, কিন্তু

কোন প্রকার শব্দ শ্রবণ না করিয়া গ্রামবাসীদিগের বাক্য-অলীক,সমস্তই মূর্খদিগের আশঙ্কামাত্র বিবেচনায়,তাঁহারা শয়ন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে অকস্মাৎ উপরের গৃহস্থিত চৌকি নড়িতে লাগিল, ক্রমে কেহ যেন উক্ত গৃহ হইতে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া রন্ধনশালাভিমুখে আগমন করিতেছে এরূপ শব্দ আরম্ভ হইল। ক্ষণপরে বোধ হইল যেন কেহ রন্ধনগৃহের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া এক টিপ নস্য লইয়া পুনরায় গিরজা মধ্যে প্রবেশ করিল। এণ্টোনাইন ও গেলি বন্দুক হস্তে সাহসভরে শব্দের পশ্চাদ্ধাবমান হইলেন,কিন্তু গিরজা গৃহে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন দুইজনে উপরে, নিম্নদেশে, বাহিরে ও ভিতরে, সমস্ত স্থানে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধানের পর কারণ স্থির করিতে অপারক হইয়া গেলি তাঁহার সঙ্গিকে কহিলেন "ওহে পাদ্রি সাহেব জীবদ্দশায় এইরূপ বেড়াইতেন ও নস্য লইতেন, বোধ হইতেছে তিনি যেন বর্ত্তমান আছেন।

পাদ্রি পিটুনের মৃত্যুর পর ফার্‌ নামক এক ব্যক্তি ঐ পদাভিষিক্ত হয়েন। মেরী কেল্‌ভেট্‌ নাম্নী এক রমণী তাঁহার পরিচারিকা ছিল। ঐ স্ত্রীলোক নির্ভয় চিত্ত, এ সমস্ত কথায় সে দৃক্‌পাত ও করিত না। এক দিবস

সন্ধ্যার সময় ঐরমণী গির্জা সম্বলিষ্ট গোলাগৃহের সম্মুখে বসিয়া বাসন মাজিতে ছিল; তাহার প্রভু জনৈক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন তখনও প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই, ইতোমধ্যে একজন পাদ্‌রি নিস্তব্ধ ভাবে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মেরী পাদ্‌রিকে দেখিবামাত্র বলিল "প্রভু আমাকে ভয় দেখাইতে পারিবেন না, মৃত পিটুন ফিরিয়া আসিয়াছেন, এ কথা আমি কখনই বিশ্বাস করিব না; নির্ব্বোধেরাই ঐরূপ করিয়া থাকে"। পাদ্‌রি তাহার কথার উত্তর না দিয়া কতক দূর অগ্রসর হইয়া সহসা অন্তর্হিত হইলেন। তখন মেরী ভয় বিহ্বল চিত্তে বাসন ফেলিয়া প্রাণপণে দৌড়াইয়া এক প্রতিবাসীর ভবনে উপস্থিত হইল ও সেই রাত্রি হইতে গির্জা মধ্যে শয়ন করিতে কিছুতেই সম্মত হইল না।

এন্ মেরিয়ট্ নাম্নী এক রমণী একদিবস অতি প্রত্যূষে নিকটস্থ পর্ব্বত হইতে কাষ্ঠ আহরণ জন্য একটী গর্দ্দভ সঙ্গে গির্জালয়স্থ উদ্যানের পার্শ্ব দিয়া যাইতে ছিল। উদ্যান মধ্যে পাদ্‌রি ধর্ম্ম পুস্তক হস্তে বিচরণ করিতেছেন দেখিয়া "মহাশয় অদ্য অতি প্রত্যূষে উঠিয়াছেন" এই বলিবার উপক্রম করিবামাত্র তিনি মুখ ফিরাইয়া ভজনা

করিতে আরম্ভ করিলেন বিবেচনায়, বাক্য নিঃস্মরণ না করিয়া স্বকার্য্যে গমন করিল ; প্রত্যাবর্ত্তনকালে পাদ্রিকে পুনরায় দেখিয়া উক্ত মহিলা কহিল "আপনি অদ্য প্রত্যূষে উঠিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন, কোন কার্য্যাপলক্ষে স্থানান্তরে যাইতে হইবে না কি" ?

"পাদ্রি কহিলেন" না ভদ্রে, না! আমি প্রত্যূষে উদ্যান মধ্যে গমন করিয়া ভজনা গ্রন্থ পাঠ করি নাই। অতি অল্পক্ষণ হইল আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে।

তখন রমণী সভীতচিত্তে কহিল,তবে প্রত্যূষে আপনি ভিন্ন আপনার বেসে কোন্ ব্যক্তি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন? আমি তাঁহার সহিত কথা কহিতে যাই, এমন সময় তিনি মুখ ফিরাইয়া ভজনা আরম্ভ করিলেন। মহাশয় আমাকে ভয় দেখাইবার জন্য কি এ কথা গোপন করিতেছেন? মৃত পাদ্রি বেড়াইতে ছিলেন মনে হইলে, আমি ভয়েই প্রাণত্যাগ করিতাম; জগদীশ্বর এ দায় রক্ষা করিয়াছেন, আমি প্রাণান্তে এ পথে আর পদার্পণ করিব না"।

বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া, আমি পিটু সম্বন্ধে উপরোক্ত মত বহুসংখ্যক ঘটনা অবগত হইলাম। এ সমস্ত কি প্রেত কার্য্য? বি…ান বিদ্যা ইহার কিপ্রকার

সিদ্ধান্ত করেন ? তাঁহারা যাহাই বলুন, ইহার গুপ্ত রহস্য বুঝিয়া উঠা অতি সুকঠিন। • •

আপনার অনুগত

মেং এগ্

উপরোক্ত ঘটনা দৃষ্টে এরূপ অনুভব হয় না যে পাদ্রি প্রেতের কথা, দর্শকবৃন্দের অন্তঃকরণে সর্ব্বদাই জাগরুক থাকিত। কল্পনাপথে ভয়ের বস্তু থাকিলে, ভ্রম দর্শনকে, প্রত্যক্ষ দর্শন বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু উপরোক্ত দৃষ্টান্ত সমূহে তদ্রূপ লক্ষিত হয় না।

প্রেত মানবরূপ ধারণ করিয়া মনুষ্য সমক্ষে উপস্থিত হইবার ভূরী ভূরী উদাহরণ এ প্রদেশে পাওয়া যায়; কিন্তু আমরা উহা উল্লেখ না করিয়া কয়েকটী পাশ্চাত্য প্রেতের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সহকারে ঐ অবস্থার অবশ্যম্ভাবিতা সপ্রমাণ করিতে যত্নবান হইব।

কোনগৃহে প্রেতাবির্ভাব হইলে দর্শন অপেক্ষা উহার উপদ্রবে গৃহস্থগণকে অতিশয় কষ্টভোগ করিতে হয়। উপদ্রবকারীকে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু উপদ্রব বিলক্ষণ লক্ষিত হয়। গৃহ মধ্যে যেন ইষ্টক বৃষ্টি হইতেছে, পদ শব্দে গৃহ কাঁপিতেছে, কিন্তু গৃহে কেহ প্রবেশ মাত্র সকলি নিস্তব্ধ, কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না।

কখন কখন উপদ্রব চিহ্ন দ্বারা উপদ্রবকারীকে ও জানিতে পারা যায়। সুবিজ্ঞ চারল্‌স্ সেটর্ফোর পিতৃ গৃহে যাহা ঘটিয়াছিল, গোরেসের পুস্তক হইতে অবিকল নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"এক দিবস রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় আমার মাতার শয়ন গৃহের নিকটবর্ত্তী রন্ধনশালায় একটী ভয়ঙ্কর শব্দ হওয়ায় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়। তিনি ত্রাসিতচিত্তে পিতাকে উঠাইলেন, ও শব্দের কথা বলিয়া রন্ধনগৃহের দ্বার রুদ্ধ আছে কি না অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করিলেন। পিতা সে দিবস স্বহস্তে দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য মাতার দুঃস্বপ্ন জনিত ভ্রম বিবেচনায়, তাঁহাকে পুনরায় নিদ্রা যাইতে অনুরোধ করিয়া আপনি নিদ্রিত হইলেন। মাতা শয়ন করিলেন কিন্তু তাঁহার নিদ্রাবেগ উপস্থিত হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি পুনরায় সেইরূপ শব্দ শুনিতে পাইলেন ও পুনরায় পিতার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন। পিতা তখনও তাঁহার কথায় প্রত্যয় না করিয়া বলিলেন, "আমি শয্যার বসিয়া রহিলাম আর নিদ্রা যাইব না, কিন্তু স্বকর্ণে শব্দ না শুনিলে অনুসন্ধানার্থে গৃহ হইতে বাহির হইব না।"

তাঁহাকে অধিক কাল অপেক্ষা করিতে, হয় নাই,

কারণ ক্ষণ পরে রন্ধন গৃহের তৈজসপত্র নড়িতে লাগিল, বোধ হইল যেন কেহ উহা ছড়াইয়া ফেলিতেছে। তখন পিতার মনে ভ্রম জন্মিল, ভাবিলেন তিনি গৃহদ্বার রুদ্ধ করিতে ভুলিয়াছেন, ও পালিত কুক্কুর গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐরূপ করিতেছে। কিয়ংকাল এইরূপ চিন্তার পর আলোক হস্তে তিনি রন্ধন গৃহাভিমুখে গমন করিয়া দেখিলেন গৃহদ্বার রুদ্ধ। দ্বার খুলিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন ও তৈজসপত্র যথা স্থানে রহিয়াছে দেখিয়া, শব্দ অলিক ও ভ্রমাত্মক বিবেচনায় শয়ন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক আলোক নির্ব্বাপিত না করিয়া, পুনরায় শয্যায় শয়ন করিলেন। শয়ন মাত্র পুনরায় শব্দ হইতে লাগিল; তখন ঐ শব্দ রন্ধনগৃহে নয় অন্যগৃহে হইতেছে বিবেচনায় তৎক্ষণাৎ তিনি বাটীর সমস্ত গৃহ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন। শব্দ পূর্ব্বমত হইতে লাগিল, কিন্তু কোন কারণ স্থির করিতে না পারিয়া তিনি ভৃত্যগণকে জাগরিত করিলেন, ও সকলে মিলিয়া পুনরায় বাটীর চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিয়া ও শব্দের তথ্য অনুসন্ধানে সক্ষম হইলেন না। যে গৃহে প্রবেশ করেন আর শব্দ নাই, কিন্তু তাঁহারা বাহির হইবামাত্র শব্দ পূর্ব্বমত হইতে থাকে। ক্রমে ভয়ঙ্কর শব্দ আরম্ভ হইল; বোধ হইল

যেন শত শত ব্যক্তি গৃহদ্বার ভগ্ন করিয়া উহার মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিতেছে। প্রতিবাসীগণ ঐ শব্দে জাগরিত হইয়া ব্যগ্র চিত্তে আমাদের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। পিতা তখনও কিছুমাত্র প্রেতাশঙ্কা করেন নাই, বাটীতে চোর আসিয়াছে এই সন্দেহই তাঁহার মনোমধ্যে প্রবল ছিল; কিন্তু যখন স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে চোরেরা গুপ্তভাবে কার্য্য করে, উপদ্রব করিলে চৌর্য্যবৃত্তি সফল হয় না,তখন চৌর্য্য ভ্রম তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে দূর হইল। তিনি এক-বার উহা মুষিকের কর্ম্ম মনে করিলেন, কিন্তু মুষিকের দ্বারা ঐরূপ বিবিধ প্রকার ভয়াবহ শব্দ অসম্ভব বিবেচনায় মনোমধ্যে ক্ষণকাল নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিয়া, শব্দের কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে অক্ষম হইয়া, অবশেষে নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। এইরূপে প্রায় রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে ক্রমে উৎপাতের শান্তি হইল। প্রতিবাসীগণ স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন, কিন্তু সে রাত্রি আর কাহারও নিদ্রা হইল না।

পর দিবস প্রাতে রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় কোন আত্মীয় ব্যক্তির মৃত্যু সম্বাদ লইয়া আমাদিগের বাটীতে এক দূত উপস্থিত হইল। বলিল; তাহার প্রভু গত

রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন; কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে, যাহাতে পিতা তাঁহার নাবালক পুত্র-গণের ভার গ্রহণ করেন, তদ্বিষয়ে বারম্বার সকলকে অনুরোধ করিতে বলিয়া গিয়াছেন। আত্মীয় ব্যক্তি বহু দিবস পীড়িতাবস্থায় ছিলেন, পিতা মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন, কিন্তু বিশেষ অনুরোধ সত্বেও ঐ কার্য্য ভার গ্রহণ করিতে তিনি কখনও সম্মত হয়েন নাই।

মাতা স্বজনের মৃত্যু সম্বাদ শুনিয়া, গতরাত্রের ঘটনা প্রেতের কার্য্য বিবেচনায়, পিতাকে পুনঃ পুনঃ অনাথ বালকদিগের কর্তৃত্ব ভারগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। পিতা ভূত, প্রেত, কিছুই মানিতেন না; অতএব উক্ত কার্য্য সুচারু রূপ সম্পন্ন করিতে অক্ষম বিধায় তাঁহার বাক্য রক্ষা করিতে সম্মত না হইয়া, কেবল মনস্তুষ্টীর জন্য এইমাত্র বলিলেন যে, যদি অদ্য রাত্রি-যোগে গৃহমধ্যে পূর্ব্বমত উপদ্রব হয় তাহা হইলে তিনি অবশ্য তাঁহার কথায় সম্মত হইবেন।

এদিগে পাছে রাত্রিকালে পুনরায় কোন প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হয়; পাছে কেহ তাঁহার সহিত পুনরায় চাতুরি করে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ সাবধান হইবার জন্য

পিতা সেই দিবস অপর দুই জন বলিষ্ঠ ব্যক্তিকে প্রহরির কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই বৃথা হইল। রাত্রি দুই প্রহর সময়ে গত রাত্রি অপেক্ষা গৃহমধ্যে ভয়ানক উপদ্রব আরম্ভ হইল; পিতা ঐ দুই ব্যক্তিকে কারণ অনুসন্ধান করিতে কহিলেন, তাহারা ভয়ে জড়সড়, কোন ক্রমেই বাহিরে গমন করিতে সম্মত হইল না। বাটীতে এক প্রকাণ্ড কুকুর ছিল, পিতা যেস্থানে যাইতেন সে কখন সঙ্গ ছাড়িত না, কিন্তু এই দুই রাত্রি সে তাঁহার অনুরোধেও গৃহ ত্যাগ করিল না।

পিতা হতাশ হইয়া শয়ন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, মাতা তাঁহাকে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া ঐ কার্য্যভার লইতে পুনরায় অনুরোধ করিলেন, তিনিও আর তদ্বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন না। ক্ষণেক পরে সমস্ত উপদ্রবের শান্তি হইল ও তদবধি আর কখন আমাদিগের ভবনে কোন প্রকার উপদ্রব হয় নাই। মনুষ্য মৃত্যুর পর প্রেতাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে তাঁহার এরূপ বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু তাঁহার কুক্কুরের ভয় দেখিয়া উহা কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইয়াছিল।

প্রেত দেহ সর্ব্বদা দৃষ্টিপথে পতিত হয় না কিন্তু পদ সঞ্চালন, ও পরিচ্ছদের মৃদু শব্দে, উহার, আবির্ভাব

জানিতে পারা যায়। "১৮৩০ খৃষ্টাব্দে একৃস নাম্নী এক প্রৌঢ়া, এরিজ্ গ্রামের নিকটবর্ত্তী এক উদ্যান মধ্যে মানবলীলা সম্বরণ করেন। মৃত্যুর পর অবধি দিবা রাত্র গৃহস্থগণ তাঁহার শয়ন গৃহে ও অপরাপর গৃহে সর্ব্বদা পদ শব্দ ও পরিচ্ছদের মৃদু শব্দ শুনিতে পাইতেন। বাটীতে কুটম্ব বা আগন্তুক ব্যক্তি উপস্থিত হইলে, মৃত রমণীর শয্যায় শয়ন করিয়া আলোক নির্ব্বাপিত করিবামাত্র, গৃহমধ্যে পদ সঞ্চারণ ও পরিচ্ছদের শব্দ শুনিতে পাই-তেন; সময়ে সময়ে গৃহের দ্রব্যাদি ও বিছানার চাদর পর্য্যন্তও টানাটানি আরম্ভ হইত! কেহ কেহ প্রাণভয়ে গৃহ হইতে প্রস্থান করিতেও বাধ্য হইতেন। কখন কখন দিবাভাগে ভোজন গৃহের তৈজসপত্র স্থানান্তরিত ও লণ্ড-ভণ্ড হইত; কখন বা এরূপ শব্দ হইত, যেন কেহ কাঁচ ও চিনের বাসনগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে, কিন্তু গৃহস্থেরা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আসিয়া সমস্ত দ্রব্য যথা স্থানে স্থিত দেখিয়া, বিস্মিত চিত্তে ফিরিয়া যাইতেন।

একদিবস কোন নিমন্ত্রণ উপলক্ষে পরিবারবর্গ বাটী রুদ্ধ করিয়া স্থানান্তরে গমন করেন, বাটীতে কেহ মাত্র ছিলেন না, তত্রাচ ভিতর হইতে অকস্মাৎ এরূপ ভয়ঙ্কর ধ্বনি হইল যে, ঐ শব্দে নিকটস্থ মেষপাল প্রাণ ভয়ে ছিন্ন

ভিন্ন হইয়া কে কোথায় প্রস্থান করিল, তাহা নিরাকরণ করিতে মেষপালক সমস্ত দিবস ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

গৃহস্থগণ ক্রমে অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়া প্রেতোদ্ধারের উপায় অনুসন্ধানে চেষ্টিত হইলেন—নানাপ্রকার সস্ত্যয়ন ও ধর্ম্মপুস্তক পাঠ প্রভৃতি মঙ্গলজনক কার্য্য সমাধা হইল; কিন্তু কিছুতেই প্রেতনীর উপদ্রব হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না। কিছুকাল পরে, ক্রমে ঐ উৎপাতের শান্তি হয়।

মৃত্যুর পূর্ব্ব বাসনানুযায়ী কার্য্য লক্ষণে প্রেতাবির্ভাব জানিতে পারা যায়।

৩৫ বৎসর গত হইল, সেণ্ট্ গাইরন্ গ্রামে এক সবলকায় যুবা বাস করিতেন; যুদ্ধ বিদ্যায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি তলওয়ার চালাইতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, এমন কি উপযুক্ত পাত্র অভাবে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া একাকী ঐ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। যুবা যে বাটীতে বাস করিতেন উহা দ্বিতল, নিম্ন তলে এক দরজী সপরিবারে থাকিতেন ও তাঁহার যুদ্ধ কালীন সদর্পে পদ বিক্ষেপ শব্দ প্রত্যহ শুনিতে পাইতেন। দৈবাৎ উন্মাদ রোগগ্রস্থ হওয়ায়, আত্মীয়গণ ঐ যুবাকে সেণ্ট্ লিজিয়ারস্থ

দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করেন; কিছু দিন পরে ঐ স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর পর দিবস রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় দরজী সপরিবারে শয়ন করিবামাত্র, যেন কেহ বহির্দ্বার খুলিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরের ঘরে গমন করিল। দরজী চমকিয়া উঠিয়া "এযে পাগলের পদ শব্দ শুনিতে পাই, সে ফিরিয়া আসিল না কি?" এই কথা বলিতে বলিতে উপরের গৃহে কোষ হইতে অসি বাহির করিবার শব্দ হইল। ক্রমে তরবারির যুদ্ধ আরম্ভ হইল, ও পদ শব্দে গৃহ কম্পিত হইতে লাগিল। দরজী আলোক হস্তে উপরের গৃহে গমন করিলেন কিন্তু গৃহদ্বার খুলিয়া আর কোন শব্দ পাইলেন না; তখন তিনি পুনরায় নিম্নদেশে আগমন পূর্ব্বক বহির্দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া, শব্দের কারণ স্থির করিতে না পারিয়া, শয্যায় শয়ন করিলেন। শব্দ পুনরায় আরম্ভ হইল ও প্রায় তিন ঘণ্টা পরে নিস্তব্ধ হইল। এই রূপ প্রতি রাত্রি যথা সময়ে শব্দ হইতে লাগিল; দরজী ও পরিবারবর্গ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও উহার কোন প্রতিকার করিতে না পারিয়া, অবশেষে ঐ শব্দে আর কর্ণপাতও করিতেন না। যুবার প্রেতাবস্থার কার্য্য সম্বন্ধে তাহাদের কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না; কারণ রজনীযোগে

বহির্দ্বার খুলিবার শব্দ হইবামাত্র তাঁহারা বলিতেন "ঐ পাগল ভুত আসিতেছে।"

প্রেতগণ অগ্নি বা আলোক-প্রিয় নহে। ইহার কারণ পশ্চাৎ লিখিব। সম্প্রতি ঐরূপ একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি—এরিজ্ প্রদেশস্থ কেণ্টন্ ডি-হোষ্ট্ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত কৃষক বাস করিতেন, একদিন তিনি মনোদুঃখে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন; তদবধি তাঁহার ভবনে ভয়ঙ্কর উপদ্রব হইতে লাগিল। চেয়ার, কোচ, ও বাসন ভাঙ্গিবার শব্দে প্রতিবাসীগণ পর্য্যন্ত উত্যক্ত হইলেন।

গৃহমধ্যে কেহ শয়ন করিলে, অদৃশ্য-ভাবে একটী হস্ত তাহার গাত্রাচ্ছাদন টানিত, কখন কখন উহা এরূপ বল-প্রকাশ করিত যে, দুই হস্তে বস্ত্র ধরিয়া রাখা ভার, কিন্তু গৃহমধ্যে আলোক থাকিলে ঐরূপ হইত না। এক দিবস সন্ধ্যার পর প্রয়োজন বশতঃ কোন রমণী ঐ গৃহ হইতে একখানি কাঁচি লইয়া বাহিরে আসিতেছিলেন সহসা তাঁহার পশ্চাৎভাগ হইতে অদৃশ্যভাবে একটী হস্ত আসিয়া উহা টানিয়া ধরিল; অবলা প্রাণভয়ে চীৎকার করিবামাত্র গৃহস্থ ও প্রতিবাসীগণ আলোক হস্তে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন কাঁচিখানিও ভূতলে পতিত হইল। আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া লইতে গেলেই

উহা টানিতে থাকে, কিন্তু আলোক থাকিলে আর ঐরূপ হয় না। কয়েক বৎসর ধরিয়া গৃহমধ্যে এইরূপ নানা ব্যাপার হইতে লাগিল ; দূরস্থ সহরে পর্য্যন্ত একথা প্রচার হওয়ায়, অনেক সম্ভ্রান্ত লোক উহা দেখিবার জন্য ঐ গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

গাত্র বস্ত্র দূরীকরণ, ও নিশিযোগে উপদ্রব, এই দুইটী ব্যাপার প্রায় প্রেতাবস্থার ধর্ম্ম ; কিন্তু প্রেত সময়ে সময়ে শয্যা উণ্টাইয়া ফেলিয়াও থাকে। এরূপ উপদ্রবে বিশ্রামেচ্ছুক ব্যক্তির শয়নগৃহ ত্যাগ ভিন্ন উপায়ান্তর দেখিতে পাওয়া যায় না। এইপ্রকার ঘটনা বিরল নহে। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তে উহা স্পষ্ট লক্ষিত হয়।

সেণ্ট্ ফেঁা নগরের নিকটবর্ত্তী এক দুর্গ মধ্যে জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বাস করিতেন; তাঁহার পত্নী একটী পুত্র সন্তান প্রসবান্তে কালগ্রাসে পতিত হইলে, পুত্রের লালন পালনের ভার তদবধি তত্রত্য এক সুবুদ্ধিসম্পন্না সচ্চরিত্রা রমণীর হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। মাতার ন্যায় প্রতিপালন হেতু ঐ বালক তাঁহাকে মাতৃ সম্ভাষণ করিতেন। ক্রমে বালক যৌবন সীমায় উত্তীর্ণ হইলেন, ও বিশেষ কার্য্য বশতঃ; কিছুদিন আফিকা খণ্ডে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এক দিবস নিশীথ সময়ে ঐ রমণী সহসা আপন শয্যার পার্শ্বে একরুণ ধ্বনি শুনিয়া চমকিত ও ভীত হইলেন। পরদিবস প্রাতে তার যোগে ঐ যুবার মৃত্যু সম্বাদ পঁহুছিল। ও তদবধি উক্ত রমণীর গৃহে অতিশয় উপদ্রব আরম্ভ হইল। যুবতী গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলে, মৃত যুবা অদৃশ্য ভাবে চাবি খুলিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক শয্যার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, মশারি খুলিয়া রমণীর গাত্রাচ্ছাদন টানিতে আরম্ভ করিত। সময়ে সময়ে অদৃশ্য ব্যক্তি এরূপ বল প্রকাশ করিত, যে অবলা গাত্রবস্ত্র ধরিয়া রাখিতে অক্ষম হইয়া, উলঙ্গ হইবার ভয়ে শয্যাস্থ আচ্ছাদন সর্ব্বাঙ্গে জড়াইতেন। তখন একবার সকরুণধ্বনি হইত, ও প্রায় এক ঘণ্টা পরে শয্যা উল্টাইয়া দিয়া কেহ যেন গৃহ হইতে বহির্গত হইত। ধাত্রী এ সমস্ত তাঁহার পালিত পুত্রের কার্য্য নিশ্চিৎ জানিয়া, এত কষ্টভোগ করিয়াও গৃহ হইতে প্রস্থান করিতেন না; কিন্তু প্রায় ছয় মাসাবধি বিষম উৎপীড়নে ক্রমে নিতান্ত ক্লান্ত ও রোগগ্রস্ত হইয়া, অবশেষে তিনি ঐ দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

প্রেত দর্শন বিচিত্র নহে; উহারা অধিকাংশ কাল অদৃশ্য ভাবে উপদ্রব করে, কিন্তু সময়ে সময়ে, প্রায়

রজনীযোগে উহাদিগকে দেখিতেও পাওয়া যায়। নিদ্রাবস্থায়ও উহাদিগের দর্শনলাভ হইয়া থাকে। যদি বলেন নিদ্রাবস্থায় দেখা স্বপ্ন ভ্রম মাত্র, কিন্তু স্বপ্ন ভ্রমেরও কতকটা সীমা আছে। যদি নিদ্রাভঙ্গে চক্ষু উন্মিলন করিয়া শয্যা সমক্ষে কোন ব্যক্তিকে দণ্ডায়মান দেখিতে পাওয়া যায়, ও তাহার অবয়ব, বদন, ও পরিচ্ছদ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যদি সেই ব্যক্তির মুখ হইতে তাঁহার মৃত্যু সম্বাদ পাওয়া যায় তাহা হইলেও কি স্বপ্ন ভ্রম ঘুচিতে পারে না। দূর দেশে, এমন কি সহস্র সহস্র ক্রোশ অন্তরে প্রেতাবস্থা প্রাপ্তে, নিমেষ মধ্যে উহার দর্শন পাওয়া অসম্ভব নহে। দেশ কাল জীবিতের পক্ষে যেরূপ, মৃতের পক্ষে তদ্রূপ নহে। স্থূল বন্ধন ত্যাগ হইলে মনোময় দেহ মনের গতির ন্যায়, দ্রুতগামী বায়ু অপেক্ষাও গমনশীল হইতে পারে। আমরা ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব পশ্চাৎ বুঝাইতে চেষ্টিত হইব, সম্প্রতি এই সম্বন্ধে কএকটী দৃষ্টান্ত দ্বারা এই পরিচ্ছেদ শেষ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সেণ্ট গডেন্‌স্ নাম্নী এক রমণী সচক্ষে যেরূপ দেখিয়াছিলেন, নিম্নে অবিকল প্রকাশিত হইল।

আমি মাত্র যৌবন সীমায় উত্তীর্ণ হইয়াছি, তখনও আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সহিত একত্র একশয্যায় শয়ন

করি। এক দিবস রাত্রি ৮ টার সময়, আমরা শয়ন করিয়া আলোক নির্ব্বাণ করিলাম, কিন্তু তখন শীতকাল, গৃহস্থিত চুল্লির অগ্নি তখনও নির্ব্বাপিত না হওয়ায়, উহার প্রভাবে গৃহ কতক পরিমাণে আলোকিত ছিল। সহসা চুল্লির দিগে দেখিবা মাত্র স্পষ্ট বোধ হইল যেন একজন ধর্ম্ম-যাজক অগ্নি সমক্ষে উপস্থিত হইয়া অগ্নি সেবন করিতে-ছেন। বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার মুখ, দেহ, ও পরি-চ্ছদ দৃষ্টে তাঁহাকে আমাদিগের খুল্লতাত মহাশয় বলিয়া আমার ভ্রম জন্মিল। আমি ভগ্নীকে মৃদুস্বরে ঐ দিকে চাহিতে কহিলাম; তিনিও দেখিবামাত্র খুড়া মহাশয়কে চিনিতে পারিলেন। তখন ত্রাসে আমাদের শরীর কম্পিত হইল, ও "প্রাণ যায়, রক্ষা কর," বলিয়া উভয়ে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলাম। পিতা নিকটস্থ গৃহে নিদ্রিত ছিলেন, আমাদিগের আর্ত্তনাদে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, ত্রস্ত আলোক হস্তে তিনি গৃহমধ্যে উপস্থিত হইলেন। খুড়া মহাশয়ও অমনি অদৃশ্য হইলেন। পর দিবস আমরা খুল্লতাতের মৃত্যু সম্বাদ প্রাপ্ত হইলাম।

এনেলস্-ডি-ফিলজফিক্ রিলিজস্ নামক বিজ্ঞান পত্রের সম্পাদক মেং বেনেটী বলেন। "এক রাত্রি তিনি শয়ন করিবামাত্র অকস্মাৎ তাঁহার এক প্রিয় বন্ধু গৃহ মধ্যে

উপস্থিত হইয়া, মশারি তুলিয়া আপন মৃত্যু সম্বাদ দিয়া, অবিলম্বে অন্তর্হিত হইলেন। বন্ধুর গাত্রে একটী বিচিত্র ধরণের ফতুই, তাঁহার দৃষ্টি পথে পতিত হয়। ঐ ঘটনা সত্য, কি স্বপ্ন ভ্রম, সে রাত্রি তিনি তাহার কিছুই নিরাকরণ করিতে পারিলেন না।

বন্ধু আমেরিকা খণ্ডে বাস করিতেন। যথা সময়ে তাঁহার মৃত্যু সম্বাদ পঁহুছিলে, তিনি মৃত্যুকালে বন্ধুর গাত্রে ঐরূপ ফতুই ছিল কি না জানিবার জন্য, ফতুয়ের নক্সা চাহিয়া পাঠাইলেন, ও মৃত ব্যক্তির আত্মীয়গণের নিকট চিত্র প্রাপ্তে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখিয়া, বিস্মিত হইয়া প্রেতাবস্থার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিলেন।

মেং বেনেটী ১৮৬৮ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে বারসিলোনা সহরে ছিলেন। ১২ তারিখ রাত্রিকালে নিদ্রাবস্থায় তিনি এক সুন্দরী যুবতীর দর্শনলাভ করেন। তরুণীকে তিনি উত্তমরূপ জানিতেন ও অতিশয় স্নেহ করিতেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে যত অগ্রসর হয়েন, রমণী ও তদ্রূপ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন; সহসা অবলার মুখমণ্ডল ম্লান দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন ও অমনি নিদ্রাভঙ্গ হইল। আর কোথাও কিছুই নাই; কিন্তু পর দিবস সন্ধ্যার সময় পারিস্ নগর হইতে ঐ

রমণীর মৃত্যু সম্বাদ উপস্থিত হইল। পত্রে মৃত্যুর সময় নির্দ্ধারিত ছিল, ঐ সময় ও স্বপ্ন দর্শন, এককালীন সাব্যস্ত হওয়ায়, মৃত্যুর পরক্ষণেই প্রেতের আবির্ভাব বিষয়ে তাঁহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

এক্ষণে প্রেত-কাহিনী বর্ণনে ক্ষণেককাল বিরত হইলাম। এ কথা অন্যান্য পরিচ্ছেদে প্রয়োজনানুসারে পুনরোত্থাপন করিয়া প্রেতাবস্থার অস্তিত্ব দেখাইতে চেষ্টিত হইব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সূক্ষ্মদেহ।

প্রেতের অস্তিত্ব বিষয়ে সর্ব্বকালে মানবজাতি মধ্যে সহস্র সহস্র প্রমাণ পাওয়া যায়। কত সুধীর ও সুবিজ্ঞ পণ্ডিতগণ সচক্ষে প্রেত দর্শন পূর্ব্বক প্রেত-কাহিনী পুস্তকাকারে লিখিয়া, ঐ অবস্থার বিবিধ প্রকার প্রমাণ দর্শাইয়া গিয়াছেন; ঐ সমস্ত ব্যক্তির কথা সম্পূর্ণ মিথ্যাও অমূলক বিবেচনা করা নিতান্ত ভ্রম। এক্ষণে আমরা প্রেতাবস্থার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রেতাবস্থা, জীবিতাবস্থা হইতেই উৎপন্ন; কারণ প্রেতের আকৃতি, পরিচ্ছদ, রীতি, নীতি, সমস্ত জীবিতাবস্থার অনুকরণ স্বরূপ। এখন দেখা যাউক জীবিত মানবের এরূপ কোন শক্তি আছে কি না, যাহা মৃত্যু হইলে অন্তরিত হইয়াও একবারে ধ্বংশ না হইয়া, কিছুকাল সূক্ষ্মাবস্থায় জীবিতাবস্থার ন্যায় কার্য্যকারী হয়। এই

শক্তির অস্তিত্ব বিষয়ে অসংখ্য প্রমাণ আছে; এমন কি জীবদ্দশায় ও কখন কখন কাহারও ঐ শক্তির প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এতদ্বিষয়ে কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। প্রথমতঃ রিয়োজনেরোস্থ ঘটনা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

১৮৫৮ খৃঃ অব্দের কোন সময়ে এক দুঃখী পরিবার, পিতা, মাতা, ও এক দুগ্ধপোষ্য কন্যা, জীবিকা নির্ব্বাহের আশ্বাসে আলাষ্টিয়া দেশ হইতে অর্ণব-যানে ফরাসিস্ অধিকৃত রিয়োজেনেরো নামক স্থানে যাত্রা করেন। পথ অধিক, জাহাজে যাইতে বহুদিন লাগে। পথিমধ্যে স্ত্রী পীড়িতা হইলেন, ও উপযুক্ত আহার ও সুশ্রুসার অভাবে পোত বন্দরে পৌছিবার পূর্ব্বে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে ঐ যুবতীর মূর্চ্ছা হয়; ও ঐ অবস্থায় অনেকক্ষণ থাকিয়া জ্ঞানের উদ্রেক হইলে তিনি স্বামিকে বলিলেন "এখন আমি পরম সুখে মরিব, কন্যার লালন পালন জন্য যে মনোকষ্ট ছিল, তাহা দূর হইয়াছে। আমি এইমাত্র রিয়োজেনেরো গমন করিয়া আমাদিগের পরম বন্ধু ফিজ্ সূত্রধরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছি। তিনি বাটীর বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া ছিলেন, আমি বালিকাটীকে তাঁহাকে দেখা-

ইয়াছি। তুমি তাঁহার নিকট যাইবামাত্র তিনি কন্যাকে চিনিতে পারিবেন, ও যত্ন করিতে ত্রুটি করিবেন না।” এই কথা বলিবার ক্ষণেক পরে রমণীর প্রাণ ত্যাগ হয়। স্বামী উক্ত সম্বাদে বড়ই আশ্চর্য্য হইলেন, কিন্তু মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রলাপ বাক্য মনে করিয়া, সে কথায় কিছুমাত্র বিশ্বাস করিলেন না।

এদিকে সেই দিবস, সেই সময় ফিজ্ সূত্রধর আপন গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন, তিনি এক রমণীকে ক্রোড়স্থ বালিকার সহিত পথে যাইতে দেখেন্। রমণী কাতর ভাবে তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া কন্যাটীকে দেখাইয়া চলিয়া গেলে, রুগ্ন ও শ্রীহীনা সত্বেও তাঁহাকে স্বদেশবাসী পরম বন্ধুর লোটা নাম্নী স্ত্রী বোধ হওয়ায়, উহা ভ্রম কি সত্য পরীক্ষার জন্য, তিনি জনৈক স্বদেশস্থ কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া বলিলেন “শিশুসন্তান ক্রোড়ে ঐ রমণীকে চিনিতে পার? কেমন, আমাদের স্মিথের স্ত্রী লোটার মত বোধ হয় না?”

কর্ম্মচারী বলিল “ভাল দেখিতে পাইতেছি না, ঠিক বলিতে পারি না”। এই কথা বলিতে বলিতে রমণী দৃষ্টি পথের অতীত হইল।

ফিজ্ আর কিছু বলিলেন না, কিন্তু ঐ ঘটনার দিবস

ও সময়, তাঁহার মনোমধ্যে অঙ্কিত রহিল। কয়েক দিন পরে স্মিথ বালিকা সহ তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বন্ধুকে দেখিবামাত্র পূর্ব্ব ঘটনা ফিজের মনোমধ্যে জাগরূক হইল, ও বন্ধু কথা কহিতে না কহিতে বলিলেন, আমি এক্ষণে সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছি; কএক দিবস হইল তোমার স্ত্রীই এই শিশুকে লইয়া আমার সম্মুখ দিয়া যাইতে ছিল, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। স্মিথ পরিবারের মৃত্যুর দিন ও সময় লিখিয়া রাখিয়া ছিলেন, বাহির করিবামাত্র সমস্ত ঐক্য হইল।

স্থূল শরীর সত্বে, সূক্ষ্ম শরীরের আবির্ভাব অসম্ভব বোধ হয় না। স্থূল দেহ হইতে সূক্ষ্ম দেহ ইচ্ছা পূর্ব্বক বা ইচ্ছা ব্যতিরেকে বাহির হইতে পারে। স্থূল মাত্রেই সূক্ষ্ম আছে, কিন্তু তাহা বলিয়া স্থূল মাত্রেরই সূক্ষ্ম দেহ বহির্গত হইতে পারে না; ও কোন কোন দেহ হইতে বাহির হইলেও দেহীর জ্ঞাতসারে হয় না। আশা-পাশে বদ্ধ তন্ময়চিত্ত মুমূর্ষু, মূর্চ্ছিত, বা স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তির সূক্ষ্মদেহ, আশার প্রবলতা হেতু জীবনী শক্তির আধিক্যে অভিলাষিত ব্যক্তি বা বস্তুর নিকট অজ্ঞাতসারে যাইতে পারে। কতকগুলি ব্যক্তির স্থূল ও সূক্ষ্ম পরস্পর বন্ধন অত্যন্ত শিথিল সহজেই উভয় শরীর সকলের দৃশ্য-

পথের পথিক হইয়া থাকে। আমাদিগের শাস্ত্রে, আর্য্য ঋষিগণ কৃপায়, সূক্ষ্ম শরীরের তথ্য বিশেষরূপে বর্ণিত আছে ও স্থূল শরীর হইতে সূক্ষ্ম বাহির হইবার উপায়ও অবধারিত আছে। ইহা যোগ বিদ্যার অন্তর্গত। যোগীগণ সূক্ষ্ম-শরীর সাহায্যে অনায়াসে দূর দর্শন এমন কি দূর লোকে ও গতিবিধি করিতে পারেন। স্থূল হইতে সূক্ষ্ম শরীর বহির্গত হইলে, সূক্ষ্মের বিপদে স্থূল শরীরও বিপদ্‌গ্রস্ত হয়। উপযুক্ত গুরুর সাহায্য ব্যতীত এ বিদ্যা শিক্ষায় বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা।

পূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দ্বারা মানবের দুইটী শরীর সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু একটী মাত্র দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া উহার নিশ্চিতত্ত্ব সাধন করা অনুচিত বিধায়, পাশ্চাত্য গ্রন্থকার, বিচারক ও আকর্ষণী-বিদ্যা-বিশারদ-দিগের তালিকা হইতে আমরা কয়েকটী সম্পূর্ণ বিশ্বাস যোগ্য দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া এতদ্বিষয়ের পোষকতায় প্রবৃত্ত হইলাম। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত গজেন্ট ডি-সোরুর পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল।

১৮৩০খৃঃ অব্দে জনৈক গোরা সৈন্যাধ্যক্ষ এক মাসের অবকাশ লইয়া, ভারতবর্ষ হইতে অর্ণব-পোতে বিলাত যাত্রা করেন। এক দিবস প্রাতেঃ তিনি জাহাজের কাপ্তে-

নের সহিত সাক্ষাৎ মাত্র বলিলেন "আপনি কি কোন ব্যক্তিকে ছদ্মবেশে পোত মধ্যে লুক্কাইত রাখিয়াছেন।"

কাপ্তেন কহিলেন,—"মহাশয় বিদ্রূপ করিতেছেন না কি।"

"না আমি বিদ্রূপ করি নাই, গত রাত্রে যথার্থই এক ছদ্মবেশীকে দেখিয়াছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার আর কোন নিদর্শন পাই নাই।"

"এ বড় বিচিত্র কথা, কিরূপ দেখিয়াছেন স্পষ্ট করিয়া বলুন ?"

আমি শয়ন করিবার উদ্যোগ করিতেছি ইত্যবসরে এক অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম; তিনি এক এক করিয়া জাহাজের প্রতি কামরায় প্রবেশ করিলেন ও বাহির হইবার সময় এক এক বার মস্তক নাড়িলেন; আমার ঘরে ও প্রবেশ করিয়া মশারি খুলিলেন ও আমাকে দেখিয়া কিছু না বলিয়া, নিঃশব্দে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। তাঁহাকে দেখিবা মাত্র বোধ হইল যেন তিনি কাহার অনুসন্ধান প্রার্থী।"

"এ বড় আশ্চর্য্য কথা, ভাল তাঁহার বয়ঃক্রম কত, অবয়বও পরিচ্ছদ কিরূপ ?"

সৈন্যাধ্যক্ষ আগন্তুক ব্যক্তির আকার, প্রকার, বয়ঃক্রম

ও পরিচ্ছদ যথাসাধ্য কাপ্তেন্‌কে কহিলেন। শ্রবণ মাত্র কাপ্তেন "ঈশ্বর রক্ষা করুন, রক্ষা করুন" বলিয়া সৈনিক পুরুষকে কহিলেন, আপনি যাহা বর্ণন করিলেন তাহাতে আমার পিতার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে; কিন্তু উহা নিতান্ত অসম্ভব এ অগাধ জলধী মধ্যে তিনি কি প্রকারে কোথা হইতে উপস্থিত হইবেন ?"

তরী ইংলণ্ডদেশে পঁহুছিলে, কাপ্তেন পিতার মৃত্যু সম্বাদ প্রাপ্ত হইলেন। জাহাজে যে পিতার স্বরূপ দর্শন বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন, তারিখ মিলাইয়া ঐ ঘটনা মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে সাব্যস্ত হইল। পরিবারবর্গের নিকট শুনিলেন, পিতা মৃত্যুর পূর্ব্বে কিছুদিন মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন ও মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছিত হইতেন।

এই দৃষ্টান্তে উভয় সূক্ষ্মের গতি সম্বন্ধে একতা লক্ষিত হয়। কাপ্তেনের পিতার সূক্ষ্ম দেহ, পুত্র দর্শন বাসনায় বাহির হইয়া, ক্ষণকাল মধ্যে অর্ণবপোত ভ্রমণ ও স্বদেহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল। সূক্ষ্মের গতিই এইরূপ।

কোন কোন ব্যক্তির সূক্ষ্ম শরীর নিদ্রিতাবস্থায় নির্গত হয়। এই উদ্দেশ্যে উপরোক্ত গ্রন্থকার বর্ণিত অপর একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি।

স্কট্‌লণ্ড দেশের বিখ্যাত ব্রুস্‌ পরিবার মধ্যে রবার্ট-

ক্রস নামে একব্যক্তি কোন জাহাজের মেট্ ছিলেন। এক দিবস ঐ জাহাজ নিউফাউণ্ডলেণ্ড দেশস্থ নদী দিয়া যাইতে ছিল, ও তিনি উহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ পরিমাণে ব্যস্ত ছিলেন; সহসা কাপ্তেনের টেবিলের দিকে দৃষ্টিপাত হইবামাত্র বোধ হইল যেন কেহ তথায় বসিয়া রহিয়াছেন। তিনি বিলক্ষণ করিয়া আগন্তুক ব্যক্তিকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক, তাঁহার স্থির নেত্র, ও স্পন্দরহিত ভাব দেখিয়া বিস্মিত চিত্তে, ত্রাস্ত কাপ্তেনের নিকট গমন করিয়া কহিলেন :—

"আপনার টেবিলের উপর কোন্ ব্যক্তি বসিয়া আছেন?"

কাপ্তেন কহিলেন, "কৈ কেহ নহে।"

"এই মাত্র এক আগন্তুক ব্যক্তিকে দেখিলাম, তিনি কোথা হইতে আসিলেন?"

"তুমি স্বপ্ন দেখিলে নাকি—না আমার সহিত বিদ্রুপ করিতেছ?"

না না আমি বিদ্রুপ করি নাই, একবার ঘরে আসিয়া দেখুন্?"

উভয়ে গৃহ মধ্যে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু টেবিলের উপর আগন্তুককে দেখিতে না পাইয়া সমস্ত জাহাজ

তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহারা উহার কোন চিহ্ন মাত্রও পাইলেন না। তখন মেট কহিলেন—"ঐ ব্যক্তি আপনার শ্লেটের উপর বোধ হয় যেন কিছু লিখিতেছিলেন, একবার শ্লেটখানি দেখুন্ দেখি?"

শ্লেটখানি দেখিবামাত্র "উত্তরদিকে যাইবে" এই কয়েকটী কথা কাপ্তেনের দৃষ্টিগোচর হইল। উহা পোতস্থ কোন ব্যক্তির হস্তাক্ষর কি না, জানিবার জন্য কাপ্তেন জাহাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে শ্লেটের অপর পৃষ্ঠে ঐ কয়েকটী কথা লিখিতে কহিলেন, কিন্তু উহা কাহারও হস্তাক্ষরের সহিত ঐক্য হইল না। তখন্ কাপ্‌তেন কহিলেন "উত্তম, আমরা অদ্য এই লিখিত নিয়মানুযায়ী কার্য্য করিব।

তিন্ ঘণ্টা কাল উক্ত ধারামত চালিত হইলে, জাহাজের পার্শ্ব দেশে কিয়ৎদূরে, তুষার-রাশি বেষ্টিত অপর একখানি অর্ণবপোত পরিদৃশ্যমান হইল। জাহাজ ভগ্নাবস্থায় তুষারাবদ্ধ দেখিয়া, কাপ্তেন্ তৎক্ষণাৎ কয়েকখানি ক্ষুদ্র নৌকা পাঠাইয়া, ভগ্নপোতারোহীগণকে আপন জাহাজে আনয়ন করিলেন। ভগ্নপোতবাসীদিগের মধ্যে এক ব্যক্তির সহিত আগন্তুকের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখিয়া,

মেট চমকিত ও বিস্মিত হইয়া কাপ্তেনকে ঐ বিষয় জ্ঞাপন করিলেন।

কাপ্তেন্ তৎক্ষণাৎ ঐ শ্লেট লইয়া নবাগত ব্যক্তির নিকট গমনপূর্ব্বক "উত্তরদিকে যাইবে" এই কথাগুলি লিখিতে অনুরোধ করিলেন। তিনিও উহা লিখিয়া দিলেন। উভয় পৃষ্ঠস্থ অক্ষরের সম্পূর্ণ একতা দেখিয়া কাপ্তেন্ নবাগত ব্যক্তির হস্তে শ্লেটখানি পুনরায় অর্পণ করিয়া, বলিলেন, "এখন বলুন দেখি এই দুইটীর মধ্যে কোনটী আপনার হস্তাক্ষর?

আগন্তক একটীমাত্র লিখিয়াছিলেন, স্বহস্তের দুইটী লেখা দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, তাঁহার কথার কিছুই উত্তর দিতে সমর্থ হইলেন না।

কাপ্তেন্ কহিলেন, "আপনি অদ্য মধ্যাহ্নকালে নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নযোগে কোন শ্লেটে লিখিয়াছিলেন কি না, স্মরণ হয় কি?

আগন্তক কহিলেন, "না, আমার স্মরণ হয় না।"

তখন কাপ্তেন্ ভগ্নপোতাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ব্যক্তি অদ্য দুইপ্রহর সময়ে কি করিতেছিলেন, আপনাদিগের মধ্যে কেহ বলিতে পারেন কি?

পোতাধ্যক্ষ কহিলেন, "এই ব্যক্তি অদ্য দুই প্রহরের

পূর্ব্বে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া ঘোর নিদ্রাভিভূত ছিলেন, নিদ্রাভঙ্গে আমাকে বলিলেন, "অদ্য আমরা এ বিপদ হইতে নিশ্চয়ই পরিত্রাণ পাইব। আমি স্বপ্নে একখানি পোত দেখিয়াছি, উহা আমাদের উদ্ধারের জন্য এই দিকে আসিতেছে।"

তখন আগন্তুক ব্যক্তি কহিলেন, "বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, আমি এ জাহাজে ইতিপূর্ব্বে কখনই পদার্পণ করি নাই, কিন্তু ইহার কিছুই আমার অপরিচিত বোধ হইতেছে না।"

স্থূল দেহ হইতে সূক্ষ্ম দেহ ইচ্ছামত নির্গত করিয়া দূরদেশে চালনা করা, ও যদৃচ্ছা ক্রমে স্থূল দৃষ্টির অন্তর্গত হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। ইহা পরমযোগীদিগেরই সাধ্য। ইহাতে স্বাস্থ্য, পবিত্রতা, বল, ধর্ম্ম-নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার আবশ্যক। উপরোক্ত দৃষ্টান্তে দেহীর কিছু মাত্র স্মরণশক্তি লক্ষিত হয় না। পূর্ব্বোক্ত গুণ-সমূহের তারতম্যে, প্রবল বাসনাতেজ সত্ত্বেও সূক্ষ্মদেহের গতি ও প্রকাশ সম্বন্ধে তারতম্য দৃষ্ট হয়।

সুবিখ্যাত আকর্ষণ-শক্তি-বিশারদ মেং ডু-পোটেটের আকর্ষণ বিদ্যা প্রচারক গ্রন্থের ৫৪৯ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুইডনাধিপতির প্রধান কর্ম্ম-

চারী ব্যারন্ ডিসল্‌ভার ১৮১১ খৃঃ অব্দে এই ঘটনা ঘটিয়া ছিল।

"এক দিবস কোন প্রতিবাসীর সহিত সাক্ষাৎ উপলক্ষে আমাকে রাত্রি দুই প্রহরের সময় বাটী প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। তখন গ্রীষ্মকাল, ঐ সময় সুইডন দেশে রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইলেও এরূপ আলোক থাকে, যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরও ঐ আলোকে অবলীলাক্রমে পাঠ করা যায়। আমি বাটী সংস্পৃষ্ট উদ্যানের নিকটবর্ত্তী হইলে, পিতা উদ্যান হইতে বহির্গত হইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আমরা উভয়ে নানা বিষয়ের কথা বার্ত্তা কহিতে কহিতে বাটী পঁহুছিলাম; ও পিতার শয়ন গৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া, উভয়েই গৃহ মধ্যে প্রবেশ মাত্র, আমি পিতাকে পল্যঙ্কোপরী নিদ্রিত দেখিয়া, সবিস্ময় চিত্তে মুখ ফিরাইলাম; কিন্তু সঙ্গীকে আর দেখিতে পাইলাম না।

পিতাকে ডাকিবামাত্র তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, ও তিনি আমার মুখের দিকে ক্ষণকাল সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া বলিলেন, "ভগবানের কৃপায় তুমি ফিরিয়া আসিয়াছ তাহাই যথেষ্ট। তোমার জন্য অদ্য অত্যন্ত মনোকষ্ট পাইয়াছি, মনে হইল তুমি জলমগ্ন হইয়াছ,

রক্ষা পাওয়া দায়। ঐদিবস মধ্যাহ্নে আমি কএকটী বন্ধু সমভিব্যাহারে নিকটস্থ নদীতে কাঁকড়া ধরিতে গিয়া, স্রোতে ভাসিয়া যাইতে যাইতে রক্ষা পাইয়াছিলাম। পিতা ক্ষান্ত হইলে, আমি তাঁহার সহিত উদ্যান হইতে বাটী আগমন পর্য্যন্ত, আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিলাম ; কিন্তু তিনি তাহাতে বিস্মিত না হইয়া বলিলেন, "এরূপ ঘটনা আমার পক্ষে নূতন নহে। অনেক বার আমার এইরূপ ঘটিয়াছে।"

এই দৃষ্টান্তে সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহধারীর একত্র গমন ও কথা বার্ত্তা লক্ষিত হয়। এস্থলে সূক্ষ্মের স্থূল দেহের ন্যায় কথা বার্ত্তা বিচিত্র বোধ হয় না, কারণ সূক্ষ্ম যত স্থূলের নিকটবর্ত্তী থাকে, ততই স্থূলের শক্তি প্রভাব সূক্ষ্মে বর্ত্তে, আমরা এবিষয় পশ্চাৎ বিশদ রূপে বর্ণন করিব। সূক্ষ্মের স্থূল দেহধারীর ন্যায় কথা বার্ত্তার আবশ্যকতাও নাই। বাসনা প্রকাশেচ্ছাই যথেষ্ট। চিন্তা তেজ স্থূল দেহধারীর স্থূল কর্ণে প্রবেশমাত্র, সে উহা সূক্ষ্মের কথা বার্ত্তার ন্যায় অনুভব করে। এ দৃষ্টান্তে আরও দেখা যায় যে, ব্যারনের পিতা স্থূল শরীর রাখিয়া বহুদূর যাইতে পারেন নাই। অধিক দূর যাইতে পারিবার ও না পারিবার বিশেষ কারণ আছে; বাসনা তেজের প্রাবল্য,

জীবনী শক্তির পুষ্টি যেরূপ, সূক্ষ্মের গতি ও তদ্রূপ হইয়া থাকে। জীবিত ব্যক্তির সূক্ষ্মদেহ স্থূলশরীরের সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে পারে না, স্থূল দেহ হইতে নির্গত হইয়া, বাসনা তেজে যত দূর গমনে সক্ষম হউক না কেন, স্থূল শরীরের সহিত সূক্ষ্ম সূত্রে আবদ্ধ থাকে। সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহের এরূপ সম্পর্ক, যে একের বিপদে অন্য বিপদগ্রস্ত হয়। কেবল প্রেতাবস্থায় সূক্ষ্মের স্থূলদেহের সহিত সম্বন্ধ থাকে না। আমরা স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিলাতি বিচার তালিকা হইতে, নিম্নে একটী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম।

জেন ব্রুক্ নাম্নী এক বিখ্যাত ডাইনী, হেনরি জোন্সের বিচার্ডনামে বালকের গাত্রে হস্ত বুলাইয়া, তাহাকে এক আতাফল খাইতে দেয়। বালক ফলটী বাটী লইয়া গিয়া ভক্ষণ করে, ও ক্ষণকাল মধ্যে পীড়িত হয়। ক্রমে পীড়া বৃদ্ধি সহকারে বালকের অশেষরূপ যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এক দিবস বালকের পিতা ও গিল্‌সন্ দুইজনে রোগীর নিকট বসিয়া আছেন, ইতিমধ্যে বালক চীৎকার করিয়া বলিল, "দেখ দেখ জেন ব্রুককে দেখ।"

কৈ কোথায় ?

বালক অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—"ঐ দেখ, ঐ দেওয়ালে দেখ, দেখিতে পাইতেছ না।"

গিলসন্ ঐ কথা শ্রবণ মাত্র দৌড়িয়া গিয়া দেওয়া-লের উপর সজোরে এক ছুরিকাঘাত করিলেন।

বালক তখন পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল," পিতঃ! গিলসন্ জেনের হস্ত কাটিয়া দিয়াছে, ঐ দেখ রুধির ধারা পড়িতেছে।"

বালকের মুখে এই কথা শ্রবণ মাত্র পিতা ও গিল্ সন্ দ্রুতবেগে নিকটস্থ থানায় উপস্থিত হইয়া, চৌকীদার সহিত জেনের ভবনে পৌছিলেন। দেখিলেন বৃদ্ধা টুলের উপর বসিয়া এক হস্ত দ্বারা অপর হস্ত ধরিয়া রহি য়াছে।

প্রহরি জেন্‌কে সম্বোধন করিয়া কহিল, "মা কেমন আছেন?"

"বড় ভাল নাই বাছা।"

'এক হাত দিয়া অপর হাত ধরিয়া আছেন কেন?

"আমি এইরূপই থাকি।"

"হাতে কি বেদনা হইয়াছে?"

না, কিছুই হয় নাই!"

অবশ্যই কিছু হইয়াছে, খোল দেখি, একবার দেখি?

বৃদ্ধা অস্বীকৃতা হইলে প্রহরী বলপূর্ব্বক তাহার দুইহস্ত পৃথক করিবামাত্র, একহস্ত দিয়া রুধিরধারা পতিত হইতে লাগিল। বালক যাহা বলিয়া ছিল সমস্ত ঐক্য হইল।

জেনের কুদৃষ্টি সম্বন্ধে তত্রত্য জনগণের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, ও সকলেই তাহাকে ভয় করিত। এবার বৃদ্ধার আর নিস্কৃতি নাই ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ মার্চ্চ তারিখে উহাকে বিচার গৃহে আনিত হইল, ও সেই দিন হইতে ক্রমে বালকের পীড়ার শান্তি হইতে লাগিল। বরার্ট হণ্ট্ ও জন্ গ্রে নামক দুইজন বিচারপতির হস্তে বৃদ্ধার বিচার ন্যস্ত হইল। তাঁহারা অনেক সাক্ষি সাবুধ লইয়া বিচারে উঁহার অপরাধ সপ্রমাণ করিয়াছিলেন।

সূক্ষ্ম শরীর আহত হইবার অনতি বিলম্বে, স্থূল হইতে রুধির ধারা পতনে, স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের পরস্পার সম্পর্ক স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। স্থূল শরীরে যেরূপ রক্ত সঞ্চালন প্রভৃতি প্রণালী আছে সূক্ষ্মেও তদ্রুপ, তজ্জন্য প্রেতগণ বন্দুক তরবারি প্রভৃতি অস্ত্রের সম্মুখে সহজে আইসে না—দেখিলে কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করে। স্থানান্তরে ইহার উদাহরণ দিব।

সূক্ষ্মদেহ সম্বন্ধে আর একটী উদাহরণ দিয়া এই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিব।

রবার্ট ওজন্ নামে এক ব্যক্তি আমেরিকাবাসীদিগের দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, নেপলস্ রাজধানীতে উপস্থিত হয়েন। এই ব্যক্তির বাক্যানুযায়ী "লিভোনিয়া নগরে একটী বালিকা বিদ্যালয় ছিল। ঐ বিদ্যালয়ে ৪২টী ছাত্রী বাস ও বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। সহকারী শিক্ষকদিগের মধ্যে তরুণ বয়স্কা চঞ্চলমতি এমিলি নাম্নী এক ফরাসিস্ রমণী ছিলেন। কয়েক সপ্তাহ শিক্ষা ভার গ্রহণের পর, এক দিবস দুই ছাত্রী এক কালীন তাঁহাকে দুই বিভিন্ন স্থানে দেখিতে পাইয়াছিলেন। কয়েক দিবস পরে, প্রায় সমস্ত ছাত্রী দুই এমিলি এক স্থানে দেখিয়া ছিলেন; এক এমিলি আহারে বসিয়াছেন, অপর এমিলি তাঁহার চৌকির পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাঁহার মত মুখব্যাদন ও হস্তোত্তোলন করিতেছে। একদিবস এমিলি চৌকি হইতে উঠিবামাত্র অপর এক এমিলি ঐ চৌকিতে বসিল; ছাত্রীগণ এইরূপ দুই এমিলি ক্রমে সর্ব্বদা দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু ভয়ে একথা প্রকাশ করিতে, বা এমিলিকে জিজ্ঞাসা করিতে কেহই সক্ষম হয়েন নাই।

এক দিবস এমিলি রুগ্নাবস্থায় শয্যায় শুইয়া আছেন, ও বিদ্যালয়ের কর্ত্রী তাঁহার নিকট বসিয়া রহিয়াছেন।

অকস্মাৎ এমিলির বদন পাণ্ডুবর্ণ হইল ও মূর্চ্ছা হই-বার মত তাঁহার শরীর শক্ত হইতে লাগিল।

কর্ত্রী "কি হইল কি হইল, বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।"

এমিলি অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "ভয় নাই কিছুই হয় নাই;" পরক্ষণে কর্ত্রী দ্বিতীয় এমিলিকে গৃহ মধ্যে বেড়াইতে দেখিয়া ছিলেন।

৪২টী ছাত্রী এক দিবস উদ্যান সম্মুখস্থ গৃহে শিল্প শিক্ষা করিতেছেন; এমিলি চেয়ারে উপবিষ্ট আছেন; ইতোমধ্যে উদ্যানে অপর এক এমিলি তাঁহাদিগের নয়ন গোচর হইল। কএকটী সাহসী ছাত্রী তৎক্ষণাৎ উদ্যানে গমন করিয়া সাহস ভরে দ্বিতীয় এমিলির মস্‌লিন বস্ত্রের ন্যায় কোমলাঙ্গ স্পর্শে অত্যন্ত ভীত হইয়া, প্রাণপণে ঐ স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

উক্ত বিদ্যালয়ে এমিলি দেড় বৎসর অতিবাহিত করেন। ঐ সময় মধ্যে ছাত্রী ও অন্যান্য শিক্ষকগণ বহুসংখ্যক বার দুই এমিলি দেখিয়াছিলেন। এক এমিলি রুগ্না হইলে অপরকে সবল দেখাইত। এমিলি স্বয়ং কখন আপন ছায়া দেহ দর্শন করেন নাই। ছাত্রীগণ স্ব স্ব ভবনে এই বৃত্তান্ত লিখিবামাত্র কর্তৃপক্ষগণ

ভীত হইয়া উহাদিগকে অপর বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিলেন।”

কেবল মানবেরই স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ আছে এরূপ নহে; জন্তু, লতা, গুল্ম প্রভৃতি সৃষ্ট বস্তু মাত্রেই দুইটী শরীর বিশিষ্ট। যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থরূপ, বৃক্ষের, মানব একটী শাখা মাত্র। উহার গুণসমূহ অল্প বিস্তর পরিমাণে অপর শাখা প্রশাখায় লক্ষিত হয়। প্রকাশ বা অপ্রকাশ যে ভাবেই হউক, আত্মা সর্ব্ব পদার্থে বিরাজিত। অতি ক্ষুদ্র বালুকা কণায়ও উহার অসদ্ভাব নাই।

মানব দেহ আমাদিগের শাস্ত্র অনুযায়ী অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, ও আনন্দময় এই পঞ্চ আবরণে মণ্ডিত। স্থূল দেহ অন্নের বিকার মাত্র; এই দেহের পতনে মনোময় প্রভৃতি অপর আবরেণের পতন সম্ভবপর নহে। বাসনারূপী মন, অতি সূক্ষ্ম পরমাণু দ্বারা গঠিত এ কারণ শরীরের অন্তর্গত। কারণ জগৎ ভিন্ন কার্য্য জগৎ সম্ভবে না; কারণের বিকাশকেই কার্য্য বলা যায়। স্থূল বাসনা দূর হইলে, স্থূলে প্রবৃত্তি না থাকিলে, স্থূল অবস্থা এড়াইতে পারা যাইতে পারে। কারণ দেহ না থাকিলে কার্য্য দেহ থাকিতে পারে না। বাসনা তেজ বলবৎ থাকিতে স্থূল দেহের পতনে, কারণের পতন নিতান্ত

অসম্ভব। সূক্ষ্মদেহে সূক্ষ্ম পদার্থ যে নিয়মে সূক্ষ্ম ভাবে থাকে, স্থূল দেহে স্থূল পদার্থ সেই নিয়মে স্থূল ভাবে লক্ষিত হয়। ফল কথা সূক্ষ্ম, স্থূলের ছাঁচ মাত্র। সূক্ষ্মদেহ সূক্ষ্ম পরমাণুতে গঠিত হইয়াও যে স্থূলরূপে প্রকাশিত হয়, উহা কেবল বাসনাতেজের প্রাবল্য মাত্র। বস্তুতঃ সূক্ষ্মের সূক্ষ্মত্ব যায় না।

স্থূল দেহ বর্ত্তমানে সূক্ষ্মের প্রকাশ সম্বন্ধে পূর্ব্ব লিখিত দৃষ্টান্ত সমূহ ব্যতিত অপর ভুরী ভুরী প্রমাণ আছে। মৃত্যুর পর স্থূল দেহ নাশে সূক্ষ্মে স্থূলের সহিত আর কোন সম্পর্ক থাকে না; তখন উহা স্বেচ্ছাক্রমে বাসনাতেজের তারতম্যে কিছুদিন সূক্ষ্মাবস্থায় কালাতিপাত করে। দেহান্তে প্রেত দশাই যে চরম দশা, ও ঐ অবস্থা সকলকেই প্রাপ্ত হইতে হইবে, এরূপ নহে। সংসার বাসনাজালে একান্ত বদ্ধ ব্যক্তির, অকাল মৃত্যু বা অপমৃত্যু হইলে ঐ অবস্থা প্রাপ্তির সম্ভব। উহারা আত্ম বিস্মৃত হইয়া কিছুকাল সংসারমার্গে ঘুরিয়া বেড়ায়; ক্রমে কাল সহকারে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। অনন্ত শক্তির ধ্বংশ নাই। মায়াশক্তি পরিবর্ত্তনশীল মাত্র। প্রকাশ বা অপ্রকাশ যে অবস্থা হউক না কেন, পরিবর্ত্তন মায়াশক্তির ধর্ম্ম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রেত-চরিত্র।

মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম দেহ প্রকাশকে প্রেত দেহ বলা যায়। প্রেত দেহ ও জীবিত মানবের সূক্ষ্ম দেহ বিভিন্ন নহে; পূর্ব্ব দৃষ্টান্ত সমূহে একের স্বাধীন ও অপরের অধীন ভাব মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। উভয় দেহেরই প্রভূত সাদৃশ্য আছে। একটীকে উত্তম রূপে পরীক্ষা করিলে, অপর দেহের প্রমাণ সম্বন্ধে আর কোন সংশয় থাকিতে পারে না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সূক্ষ্ম, স্থূলের ছাঁচ মাত্র; স্থূলের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যে রূপ, সূক্ষ্মে ঐ সমস্ত সূক্ষ্ম ভাবে বর্ত্তমান থাকে। এমন কি শিরা ধমনী প্রভৃতি কিছুরই অভাব থাকে না। কেবল সূক্ষ্মে সূক্ষ্ম পরমাণু, ও স্থূলে স্থূল পরমাণু মাত্র লক্ষিত হয়।

সূক্ষ্মদেহ অতীব সূক্ষ্ম পদার্থে গঠিত বলিয়া, উহা অনায়াসে দেওয়াল ও দ্বারভেদ করিতে পারে। যত

ভারী ও দৃঢ় বস্তু হউক না কেন, উহার মধ্যে বায়ু বা বায়ু অপেক্ষা তরল পদার্থ গমনাগমনের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। সর্ব্বাপেক্ষা ভারী ধাতু প্লাটিনম্ মধ্যে হাইড্রো- জিন্ গ্যাস্ লক্ষিত হয়। কাষ্ঠ ও লৌহ দ্বার বা ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত দেওয়াল অতি যত্নে নির্ম্মিত হইলেও উহার জোড়ে যে ছিদ্র থাকে, তন্মধ্যে সূক্ষ্মদেহ প্রবেশ করা সম্ভবাতীত নহে।

সূক্ষ্মদেহের গতি পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। আলষ্টিয়া- দেশস্থ রমণী ক্ষণকাল মূর্চ্ছিতাবস্থায়, থাকিয়া অর্ণবপোত হইতে রিও জেনেরো প্রদেশে গমন, ও জাহাজে প্রত্যা- বর্ত্তন করিয়াছিলেন। প্রেতের গতি উহা অপেক্ষা ন্যূন নহে। স্থূল বন্ধনচ্যুত হইবামাত্র জীবনী শক্তির পূর্ণতেজ সহকারে, প্রেতের অদ্ভুত গতি পরিদৃশ্যমান হয়।

প্রেতাবস্থায় আলোক সহ্য হয় না। আলোক দেখিলে উহারা নির্ব্বাণের চেষ্টা করে; ও অপারক হইলে স্থানা- ন্তরে চলিয়া যায়। দিবসাপেক্ষা রাত্রিকালে, উহাদিগের প্রাদুর্ভাবের সম্ভাবনা। সন্ধ্যা কাল হইতে অতি প্রত্যূষ পর্য্যন্ত উহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। আলোক উহাদের তেজের হানি করে, তজ্জন্য গৃহে উপদ্রব হই- তেছে আলোক আনয়ন করিলে অমনি নিস্তব্ধ হয়।

আমরা এতদ্‌সম্বন্ধে আলেকজাণ্ড্রিয়া দেশের আলেকজাণ্ডার নামক আইনকর্ত্তা বর্ণিত অপর একটী দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"রোম নগরের একটী বাটী ভুতের বাসা বলিয়া বিখ্যাত ছিল। প্রেতের উপদ্রব আশঙ্কায় কেহ ঐ বাটী ভাড়া লইতে ইচ্ছুক হইতেন না। প্রেতভয় আমার কিছুমাত্র ছিল না, তজ্জন্য কোন কার্য্যোপলক্ষে রোম নগরে, ছাত্রদ্বয় সমভিব্যবহারে পৌঁছিয়া, আমি ঐ বাটী মনোনীত করিলাম। সন্ধ্যার পরে এক বিকট মূর্ত্তী আমার নয়নপথে পতিত হইল; কিন্তু উহা ক্ষণকাল মধ্যে অদৃশ্য হওয়ায়, ভ্রম বিবেচনায়, আমি ঐ বিষয়ের কিছুঃ মাত্র আন্দোলন করি নাই। সে রাত্রি আমরা কেহ আর কিছু দেখিতে পাইলাম না। পর দিবস আমার কয়েক জন বন্ধু উপস্থিত হইলেন; নিশিযোগে আমরা সকলে একত্র বসিয়া নানা বিষয়ে কথা বার্ত্তা কহিতেছি, গৃহে দীপ জ্বলিতেছে, ইতোমধ্যে সেই বিকটমূর্ত্তী পুনরায় দেখা দিয়া, এরূপ ভয়ানক মুখব্যাদন, অঙ্গভঙ্গি ও উপদ্রব করিতে লাগিল, যে আমরা ক্ষণকাল সাহসে জলাঞ্জলি দিয়া, অদ্যকার জন্য ছিলাম বিবেচনায় কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় উপবিষ্ট রহিলাম। কিয়ৎকাল পরে ঐ

মুর্ত্তী তিরোহিত হইল ও বাটীর অপরাপর গৃহে ভয়ঙ্কর ক্রন্দন ধ্বনি হইতে লাগিল। তখন আমরা সাহসে ভর দিয়া, তথ্য জানিবার জন্য প্রত্যেকে আলোক ও অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অপর গৃহে প্রবেশ করিলাম। এই রোদন ধ্বনি হইতেছে, গৃহে প্রবেশ মাত্র আর নাই। প্রায় সমস্ত রাত্রি সকলে মিলিয়া এইরূপ বাটী প্রদক্ষিণ করিলাম, প্রাতঃকাল আগত প্রায় তখন উপদ্রবের শান্তি হইল। আমরাও ক্লান্তিদূর করিবার জন্য ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলাম। বন্ধুগণ সেই দিবস স্থানান্তরে গমন করিলেন। রাত্রিকালে গৃহদ্বার রেসমিসূত্রে রুদ্ধ করিয়া আমরা তিন জনে শয়ন করিলাম; গৃহে আলোক জ্বলিতে লাগিল; পরক্ষণে বোধ হইল যেন কেহ গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক দ্রুত-গতি আমার পল্যঙ্কের নিম্নদেশে উপস্থিত হইল। ছাত্র-দ্বয় গৃহমধ্যে পদশব্দ শ্রবণমাত্র ভয় বিহ্বল চিত্তে চীৎকার করিয়া উঠিল; কিন্তু দ্বার রুদ্ধ, গৃহমধ্যে কাহারও প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা নাই বিবেচনায়, আমি তাহাদিগকে স্থির হইতে অনুরোধ করিতেছি, ইত্যবসরে সেই বিকটমূর্ত্তী শয্যাতল হইতে এক প্রকাণ্ড হস্ত প্রসারণ-পূর্ব্বক আলোক নির্ব্বাপিত করিল। তৎপরে এরূপ দৌড়া-দৌড়ি ও আর্ত্তনাদ আরম্ভ হইল যে ত্রাসে আমরা হত-

মুর্চ্ছি হইয়া পড়িলাম। শিষ্যদিগের চীৎকার শুনিয়া কতিপয় সাহসী প্রতিবাসী স্বল্পকাল মধ্যে আলোক হস্তে আমাদিগের পরিত্রাণ জন্য উপস্থিত হইলেন; প্রেতও অন্তর্হিত হইল।”

প্রেতদেহে আলোক সহ্য হয় না, তজ্জন্য উহারা আলোকের নিকট থাকিতে অনিচ্ছুক। অগ্নিস্থিত সূক্ষ্ম পরমাণু, প্রেত পরমাণুকে বিশৃঙ্খল করে তন্নিবন্ধন উহাদিগকে দিবাভাগে অন্ধকার স্থানে বা কবর মধ্যে লুক্কাইত হইতে হয়; কিন্তু এরূপ সাবধানেও প্রেতজীবন অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে না। প্রেতগণ যতই সতর্ক হউক না কেন, আলোক ব্যতীত স্থান নাই; কেবল মাত্রা ভেদে, কোন স্থানে অল্প ও কোথাও প্রচুর পরিমাণে আলোক লক্ষিত হয়। বায়ুর গতিতে যে তেজের উৎপত্তি, উহা সর্ব্বস্থানে এমন কি ঘোর অন্ধকার মধ্যেও বর্ত্তমান থাকে। উহা হইতে প্রেতের নিস্তার নাই। প্রেতদেহ উহা কখনই অতিক্রম করিতে পারে না ও ক্রমে উহাতেই বিচ্ছিন্ন হইয়া অন্যগতি প্রাপ্ত হয়।

প্রেতাবস্থা সুখের অবস্থা নহে, উহাদিগের উপদ্রব ও সকরুণ ধ্বনি ইহার প্রমাণ স্থল। ঐ দশা প্রাপ্তে উহরা প্রথমে যেরূপ উপদ্রব করে, ক্রমে তাহার হ্রাস দেখিতে

পাওয়া যায়; ও কাল সহকারে উহার আর কোন চিহ্নও থাকে না। তজ্জন্য প্রেতদশা অধিককাল স্থায়ী বলিয়াও বোধ হয় না।

যে পরিচ্ছদ পরিধানে মানবের মৃত্যু হয়, প্রায় সে পরিচ্ছদে প্রেত দৃষ্ট হয় না। জীবিত সময়ের পরিচ্ছদে তাঁহাদিগকে অধিকাংশ সময় দেখিতে পাওয়া যায়। পাদ্রি পিটুন, পাদরির পোষাকে দেখা দিতেন। সিরুস্থ রমণীর সাটিনের পরিচ্ছদ শব্দ, পরিবারবর্গ শুনিতে পাইতেন। জীবদ্দশায় ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ, নস্য লওয়া, ও যষ্ঠী ব্যবহার প্রভৃতি কার্য্য প্রেতাবস্থায় দেখা গিয়াছে। স্থূল বস্তু মাত্রেরই সূক্ষ্মদেহ আছে। প্রেতগণ বাসনা তেজে স্থূল বস্তুর সূক্ষ্মদেহ আকর্ষণ করিয়া ঐ সমস্ত ব্যবহার করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। প্রভোষ্টের যোগিণীর ইতিবৃত্তে আমরা সূক্ষ্ম শরীর সম্বন্ধে জ্বলন্ত প্রমাণ দিব।

প্রেতগণ জীবদ্দশার বাসনা সূত্র এড়াইতে পারে না; তজ্জন্য উহাদিগের মধ্যে কতকগুলি শান্ত, ও কতকগুলি উগ্রমূর্ত্তী দেখিতে পাওয়া যায়। যাহার যে বিষয়ে অনুরাগ, প্রেতদশা প্রাপ্তে, সে সেই সমস্ত কর্ম্মের অনুসরণে ঘুরিয়া বেড়ায়; কিন্তু করুণধ্বনি বা উপদ্রব অল্প বিস্তর পরিমাণে প্রেত মাত্রেই সর্ব্বত্র লক্ষিত হইয়া থাকে।

উর্‌টেম্বর্গ গ্রামে প্রভোষ্টের যোগিনীর জন্ম হয়। ঐ রমণী শেষ দশায় কিছুকাল ডাক্তার কারণারের চিকিৎসাধীন ছিলেন; তাঁহার প্রমুখাৎ যোগিনীর জীবন বৃত্তান্ত যেরূপ শুনা যায় নিম্নে অবিকল বর্ণিত হইল।

"বাল্যকালাবধি ঐ রমণী অতি কোমল ও চঞ্চল প্রকৃতি ছিলেন। সামান্য ঘটনায় তিনি ব্যাকুল চিত্ত হইতেন; ও উহা কিছুকাল তাঁহার অন্তর হইতে অন্তরিত হইত না। জীবনী-শক্তি * তড়িৎতেজ † ও তৎতড়িৎ-শক্তি, তাঁহার সমস্ত দেহে আশ্চর্য্যরূপ পরিদৃশ্যমান হইত। বৃষ্টিপতন সময়ে, তড়িৎস্ফুলিঙ্গ তাঁহার সর্ব্ব-শরীরে প্রকাশ পাইত। কোন ধাতু হস্তে রাখিলে, তড়িৎ-স্রোত তাঁহার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে দেখা যাইত। লৌহের আকর্ষণ-শক্তি তাঁহার উপর অতিশয় প্রবল, থাকায়, পরিবারবর্গ তাঁহার গৃহস্থ কাষ্ঠদ্রব্যে লৌহমাত্র লাগা-ইতে দিতেন না। জীবনীশক্তি তাঁহার শরীরে বিচিত্র খেলা খেলিত। প্রায়ই তাঁহার মূর্চ্ছার আবির্ভাব হইত। সূক্ষ্মবস্তু দর্শন ও অনুভব করিবার তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। তিনি বন্ধুবর্গের বিপদ অগ্রে জানিতে

* Vital Electricity. † Magnatism.

পারিয়া তাঁহাদিগকে সাবধান করিতেন ও ঘটনা স্রোতে উহা সম্পূর্ণ প্রতীয়মান হইত। এই কারণে সকলে তাঁহার যোগিনী আখ্যা দিয়াছিলেন। গ্রামস্থ সামান্য বক্তিগণ তাঁহার আকার ইঙ্গিত ও সময়ে সময়ে গৃহস্থিত দ্রব্যাদি লণ্ড ভণ্ড দেখিয়া, তাঁহাকে প্রেতগ্রস্তা বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। তিনি আপন সূক্ষ্মদেহ স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেন।

শরীরের কোন স্থূলাংশ নষ্ট হইলে যোগিনী সূক্ষ্ম ভাগ স্পষ্টরূপ দেখিতে পাইতেন। উক্ত রমণীর ন্যায় সূক্ষ্মদর্শন ক্ষমতা অতি বিরল। তিনি যোগ বিদ্যাবলে এ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন নাই। উহা তাঁহার স্বাভাবিক ক্ষমতা মাত্র।

কোন ব্যক্তির হস্ত বা পদ প্রভৃতির কিয়দংশ বিনষ্ট হইলে, ক্ষতস্থান আরোগ্য হইবার পর, উহার শেষ ভাগে এক প্রকার নূতন ভাবের বেদনা অনুভব হইয়া থাকে। আধুনিক শরীরবেত্তারা উহাকে অনুভব শক্তির স্থান পরিবর্ত্তন বলেন; কিন্তু এরূপ ব্যাখা সন্তোষ জনক বোধ হইতে পারে না। সূক্ষ্মদেহের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে ঐরূপ অসংলগ্ন বাক্যে কিছুমাত্র আস্থা থাকে না। হস্ত কাটিবার আবশ্যক হইল ও কর্ত্তন

করিলাম কিন্তু স্থূলভাগ মাত্র কাটিল, এ অবস্থায় সূক্ষ্মাংশ কোথায় যাইবে? যতকাল সেই সূক্ষ্মভাগ বর্ত্তমান থাকে, অনুভব শক্তি ও ঐস্থান হইতে অন্তরিত হয় না।

এক্ষণে মানব মাত্রেরই সূক্ষ্মশরীর আছে, ও মৃত্যুর পর উক্ত দেহের ধ্বংশ নাই সপ্রমাণ করিয়া, কি জন্য সূক্ষ্মদেহ সকলের দৃষ্টিপথে পতিত হয় না, কি জন্যই বা সকলে প্রেতাবস্থা প্রাপ্ত হয়েন না, ও কি হেতুই বা প্রেতসংখ্যা অল্প, আমরা এই সমস্ত অপরাপর পরিচ্ছেদে প্রমাণ করিতে যত্নবান হইব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—— ০:০ ——

জগৎশক্তি* জীবনীশক্তি।

এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শক্তির বিকাশ মাত্র। আমাদিগের শাস্ত্রে এ শক্তিকে মহামায়া বা আদ্যাশক্তি কহে। প্রকাশ ভাবেই হউক বা অপ্রকাশ ভাবেই হউক, জগতে শক্তির খেলা ভিন্ন আর অন্য কিছুই লক্ষিত হয় না। অতি সূক্ষ্ম শক্তি হইতেই এই স্থূল জগতের উৎপত্তি, উহাতেই স্থিতি, ও উহাতেই উহার ধ্বংশ হইয়া থাকে। ইহ পৃথিবীতে আকাশ-শক্তি, জীবনী-শক্তি ও তড়িৎ-শক্তি, এই তিন শক্তি বিভিন্ন আকারে বিদ্যমান আছে; ঐ তিনি শক্তি উপরোক্ত এক শক্তির বিকার মাত্র। দেশ, কাল, ও পাত্র ভেদে শক্তির বিভিন্নতা লক্ষিত হয়।

আকাশ শক্তি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম। এই শক্তি সম্পূর্ণ রূপে জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বশরীরে এই শক্তির অভাব নাই; আমরা যাহাকে আকাশ-শক্তি

* Univeral fluid.

বলি, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান পারদর্শীগণ পূর্ব্বে উহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না; কিন্তু বিগত ৫০ বৎসর হইতে তাঁহারা ইহার জগৎশক্তি আখ্যা দিয়াছেন। এই শক্তির উপরে অনন্ত বিশ্বরাজ্য ভাযমান; ইহার প্রভাবেই এক পৃথিবী অপর পৃথিবীর উপর পতিত, বা উহার সহিত মিলিত হইতে পারে না। ও এই শক্তির বিভিন্ন গতিতে আলোক, উত্তাপ, ও তড়িতের সৃষ্টি।

জীব জীবনে, জীবনীশক্তি সর্ব্বদা প্রস্তুত, ও সদাই আবশ্যক মত ক্ষয় হইয়া, জগৎ-শক্তিতে মিলিত হয়। সচারাচর এই শক্তির আবির্ভাব জানিতে পারা যায় না; কিন্তু বাসনার ঐকান্তিকতা সহকারে ইহার প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি কার্য্য ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। প্রবল বশীকরণ ইত্যাদি বাসনা সত্ত্বে ও আকর্ষক, অভিলষিত ব্যক্তির জীবনী শক্তির বৈপরিত্য বশতঃ উহার চিত্ত আকর্ষণ করিতে অপারক বিধায়, স্বীয় জীবনী শক্তির ক্ষয়ে নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া, কিছুকাল ঐ কার্য্যে বিরত হইতে বাধ্য হয়েন; ও নূতন শক্তি সাহায্যে পুনরায় ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। জীব, জন্তু, লতা, গুল্ম প্রভৃতি সকলেরই দেহ মধ্যে তড়িৎ শক্তি থাকিবার স্বতন্ত্র আধার আছে। প্রবল

বাসনা বেগে যে তড়িৎ-তেজ শরীর হইতে নির্গত হয়, উহার প্রভাব সমস্ত অভিলষিত ব্যক্তি বা বস্তুর উপর নিক্ষিপ্ত হয় না। কতক তেজ আকর্ষকের বস্ত্রে বা গৃহাভ্যন্তরে থাকে। যে গৃহে আকর্ষণী-শক্তির চালনা অধিক, সে স্থানে বাস, বা সেই গৃহে নিশ্বাস প্রশ্বাস করিতে, অনেকের কষ্ট বোধ হয়।

এক্ষণে স্পষ্ট দেখা যায় যে জীবনীশক্তি বাসনা প্রভাবে বর্দ্ধিত হইয়া, আকাশ শক্তি বাহনে চালিত হয়। তড়িৎ-তেজ হস্ত, মুখ ও চক্ষু দিয়া, আকর্ষকের ইচ্ছামত নির্গত হইতে পারে। কুদৃষ্টি সম্বন্ধে অনেকের অবিশ্বাস আছে, কিন্তু আকর্ষণ শক্তির মর্ম্ম বুঝিলে, উহাদিগের এ ভ্রম থাকিতে পারে না। জন্তুদিগের মধ্যে সর্পের কুদৃষ্টি বিখ্যাত। বৃক্ষস্থ পক্ষি, উহার দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র ক্ষণকাল উড়িতে চেষ্টা করিয়া, অবশেষে উহার কবলে পতিত হয়।

তড়িৎ-তেজ, জীবনীশক্তির বিকার মাত্র ; ঐ শক্তি জীব, জন্তু ও কোন কোন লতা গুল্মে পর্য্যন্ত লক্ষিত হয়। বালিকা যৌবন সীমায় উত্তীর্ণা হইলে, ঋতুবতী হইবার পূর্ব্বে, উহাদিগের মধ্যে ঐ শক্তির প্রভাব বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সময় দেহ যন্ত্রের চাঞ্চল্য

বৃদ্ধিই উহার কারণ। মেং ডি মারৃভিলের গ্রন্থ হইতে এতদবিষয়ে একটী উদাহরণ উদ্ধৃত হইল।

"১৮৪৬ খৃঃ অব্দের ১৫ জানুয়ারি তারিখে ওরন্ গ্রামস্থ এন্‌জেলিক্ কটন্ নাম্নী এক তরুণ বয়স্কা ধনাঢ্য কৃষক কন্যা, অপর দুইজন সমবয়স্কা রমণীর সহিত একত্র উপবিষ্ট হইয়া দস্তানা বুনিতে ছিলেন। দস্তানার খাই, সম্মুখস্থ একটী টেবিলের পায়ায় বদ্ধ ছিল। ক্ষণকাল মধ্যে টেবিল কম্পিত হইল; ক্রমে এরূপ নড়িতে লাগিল যে উক্ত তিন যুবতী উহা যথা স্থানে স্থাপন করিতে অপারক হইয়া, সভীত চিত্তে চীৎকার করিতে করিতে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদিগের কোলাহলে গৃহস্থ ও প্রতিবাসীগণ তথায় উপস্থিত হইলেন; কিন্তু উহার কারণ, শ্রবণে, কেহ তাঁহাদিগের কথায় বিশ্বাস না করিয়া তাঁহাদিগকে পুনরায় সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। ক্রমে দুই জনে উপবিষ্ট হইল। কিন্তু এন্‌জেলিক উপবিষ্ট হইয়া সূত্র গ্রহণ মাত্র, টেবিল পুনরায় নড়িতে লাগিল ও ক্রমে উল্‌টীয়া পড়িল। যুবতী টেবিল উঠাইতে যাইবামাত্র, উহা পশ্চাৎদিকে চলিতে লাগিল। তখন গৃহস্থিত সকলেই ভীত হইলেন। মনে করিলেন এন্‌জেলিক্‌কে ভূতে পাইয়াছে। সে দিবস এইরূপে অতি-

বাহিত হইল; পরদিন প্রাতে গৃহস্থগণ পরামর্শ করিয়া, তরুণীর দস্তানার খাই এক, চারি মন আন্দাজ সিন্ধুকের পায়ায় বাঁধিয়া, তাঁহাকে উক্তকার্য্যে প্রবৃত্ত করিলেন। কিন্তু উহাও অধিককাল স্থির থাকিল না; ক্ষণকাল মধ্যেই কাঁপিতে কাঁপিতে উল্টাইয়া পড়িল। গৃহস্থগণ তৎক্ষণাৎ সভীত চিত্তে, এন্‌জেলিক্ সমভিব্যাহারে নিকটস্থ গির্জা মধ্যে উপস্থিত হইয়া, ধর্ম্মোপদেশককে এই ঘটনা সংক্রান্ত সমস্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া, প্রেতহস্ত হইতে পরিত্রাণাশায়, তাঁহাকে ভজনা গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। পাদ্রি প্রথমে পরিহাস করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে স্বচক্ষে ঐরূপ ঘটনা দেখিয়া তরুণীকে ডাক্তারের নিকট পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। পর দিবস হইতে যুবতীর পদার্পণে গৃহস্থিত তৈজসপত্র, কোদালি, পুস্তক, খোন্তা, ও ঝাঁটা প্রভৃতি বস্তু সমূহ লণ্ড ভণ্ড হইতে লাগিল।

ফেব্রুয়ারিমাসের ৩রা তারিখ হইতে রমণীকে দেখিতে দলে দলে লোক আসিতে আরম্ভ হইল। দুই দিন মধ্যে সহস্রাধিক ব্যক্তি উহাঁর দর্শন লাভ করেন; তন্মধ্যে ডাক্তার, বিচারপতি, উকিল, অধ্যাপক, ও পাদ্রি ছিলেন।

পারিস্ নগরে ঐ কথা প্রচার হইলে, তথা হইতে কয়েকজন বিজ্ঞান বিশারদ উক্ত যুবতীকে দেখিবার জন্য ওরন্‌গ্রামে উপস্থিত হয়েন। এরেগো, মাথিউ, লোগিয়ার প্রভৃতি কয়েক জন বিচক্ষণ ব্যক্তি এই দলভুক্ত ছিলেন। তাঁহারা ঐ রমণীর অদ্ভুত ক্ষমতা চক্ষে দেখিয়া, সবিস্মিত চিত্তে বিজ্ঞান সভায় ঐ সমস্ত বর্ণন করিলে, সভ্যগণ উহা বিশেষরূপ পরীক্ষার জন্য পুনরায় অপর কএক ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করেন। তড়িৎশক্তির প্রভাব শেষোক্ত ব্যক্তি-গণ অবগত ছিলেন না; পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা এন্‌জে-লিকের কর্ম্ম, কাণ্ড সমুদায় মিথ্যা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। বিপরীত তড়িৎশক্তি সহযোগে ঐ শক্তির হ্রাস হয়; সুতরাং তাঁহারা উপস্থিত হইলে, তাঁহাদিগের প্রবল বাসনানুযায়ী তড়িৎ-তেজ সহকারে যুবতীর জীবনী-শক্তির খর্ব্বতা প্রযুক্ত ঐ সময় তাঁহারা উক্ত রমণী সম্বন্ধে যাহা কিছু দেখিয়াছিলেন, তাহাতে সন্তুষ্ট হয়েন নাই। সভ্যগণ প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক, সহস্র সহস্র বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রত্যক্ষ দর্শন সত্ত্বেও, এন্‌জেলিকের ক্ষমতা মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সাধারণ জনগণের বিজ্ঞান সভার উপর বিশেষ আস্থা ছিল, তজ্জন্য তাঁহারা ও সভ্য-দিগের বাক্যের পোষকতা করিতে যত্নবান হইলেন।"

কতকগুলি লতা ও গুল্মে, তড়িৎ-শক্তির প্রাবল্য দেখা যায়। জন্তুদিগের মত উহাদিগের দেহে ও ঐ শক্তি সঞ্চিত থাকিবার নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। আমাদের দেশে লজ্জাবতী প্রভৃতি ঐরূপ লতা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ আমেরিকাস্থ পর্ব্বত শ্রেণীর উপর, ঐরূপ লতা রাশিকৃত দেখিতে পাওয়া যায়। একটীতে যষ্ঠির আঘাত করিলে, ক্রমে সমস্ত ক্ষেত্র মধ্যে কম্পন শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, ও অত্যল্পকাল মধ্যে ক্ষেত্রস্থ সমস্ত লতা ভূশায়ী হয়। আমেরিকা খণ্ডে ফাইটোলাক্কা নামে একজাতি বৃক্ষ আছে। উহার ডাল কাটীতে গেলে, তড়িৎ-যন্ত্রের ন্যায় ধাক্কা লাগিতে থাকে।

বাসনা বেগ প্রভাবে আন্তরিক তড়িৎ-শক্তির আধিক্য হেতু, কোন কোন ব্যক্তি গভীর নিদ্রিতাবস্থায় ও উঠিয়া বৈসে, বেড়াইয়া বেড়ায়, ও লেখা, পড়া, কথা বার্ত্তা প্রভৃতি নানাপ্রকার কার্য্য করে। ঐরূপ সুপ্তোত্থিতের * দৃষ্টান্ত নিম্নে বিবৃত হইল।

১৮৭৯ খৃঃ অব্দে ব্যাস্‌টিড্‌ ডি-সিরু গ্রামে লিয়ন্‌ নামে এক ১১ বৎসর বয়স্ক বালক, কয়েক মাস ক্রমাগত রাত্রি দুইপ্রহর সময়ে ঘোর নিদ্রাবস্থায় ব্যস্ত সমস্ত চিত্তে

---

*Somnambule.

শয্যা হইতে উঠিত। তাহার চীৎকার ও মুখ ভঙ্গিতে বোধ হইত, যেন সে কোন শত্রুর পশ্চাৎ গমন করিতেছে। বালকের পিতা পাছে পুত্রের কোন বিপদ ঘটে, এই ভয়ে তাঁহার পিয়ার নামক জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিকট, তাহার শয়ন স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। বালক শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলে, পিয়ার তাহাকে ধরিয়া বিবিধ সান্ত্বনা বাক্যে পুনরায় শয্যায় শয়ন করাইতেন। এক দিবস নিশীথ সময়ে ঐ বালক একখানি শকট নির্ম্মানের কথা আরম্ভ করিল; জ্যেষ্ঠের গাড়ির কারখানা ছিল, কনিষ্ঠ সর্ব্বদা ঐ স্থানে গমন করিত, তজ্জন্য তিনি ভ্রাতাকে জাগ্রত বিবেচনায় তাহার কথার উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষণকাল শকট নির্ম্মাণ সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা হইবার পর, কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কাষ্ঠ কাটীবার কুঠার আনয়ন জন্য অনুরোধ করিলে, তিনি বালকের নিদ্রিতাবস্থা জানিতে পারিয়া, তাহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য কহিলেন "যদি স্থির হইয়া নিদ্রা যাও, আর বাক্যব্যয় না কর, তাহা হইলে একটী পয়সা পাইবে।"

বালক কহিল "কৈ পয়সা কোথায়?"

পিয়ার বলিলেন "ঐ টেবিলের উপর আছে।"

এই কথা শ্রবণ মাত্র বালক এক লম্ফে শয্যা হইতে

টেবিলের নিকট পঁহুছিয়া বলিল "কৈ পয়সা দেখিতে পাইতেছি না কেন?"

পিতা মাতা অপর গৃহ হইতে পুত্রগণের কথাবার্ত্তা শুনিয়া, আলোক হস্তে তৎক্ষণাৎ একটী পয়সা আনয়ন পূর্ব্বক টেবিলের উপর রাখিলেন। বালক পয়সা লইয়া, কেদারার উপর উপবিষ্ট হইয়া বলিল "কাগজ কলম আনয়ন কর, আমি জিরোম্‌কে পত্র লিখিব।"

ঐ সমস্ত আনিত হইলে, বালক চক্ষু মুদ্রিতাবস্থায় কলম ধরিয়া কাগজের উপর জিরোম্‌ শব্দটী লিখিল।

জ্যেষ্ঠ কহিলেন "ভগ্নী মেরিকে ও লিখা উচিৎ।"

বালক কহিল "ভাল কথা মেরিকেও পত্র লিখিব।" এই কথা বলিয়া সে মেরির নাম ও ঐ কাগজে লিখিল।

তখন জ্যেষ্ঠ কহিলেন "বানান ঠিক করিয়া লেখা আবশ্যক।"

বালক কহিল "ঠিক কথা, আমার ভুল হইয়াছে, আবার লিখিতেছি। এই বলিয়া পুনর্ব্বার বিশুদ্ধ করিয়া নামটী লিখিল।

এই সমস্ত সময় বালকের চক্ষু মুদ্রিত ও মুখ কাগজের দিকেও ছিল না। লিখিবার সময় তাহার হস্ত কাঁপিতে লাগিল দেখিয়া, পিতার অনুরোধে পিয়ার

তাহাকে নানাপ্রকার প্রবোধ বাক্যে ঐ কার্য্য হইতে নিরস্ত করিয়া, শয্যার উপর শয়ন করাইলেন। পর দিবস নিদ্রাভঙ্গে বালকের উক্ত ঘটনাসম্বন্ধে কিছুমাত্র স্মরণ ছিল না।”

“সেণ্ট্ জিন্গ্রামে এক যুবতী বাস করিতেন। রমণীর ভবনে কোন কর্ম্ম উপস্থিত হওয়ায়, পূর্ব্ব দিবস হইতে তিনি অতি পরিশ্রম সহকারে গৃহ-পারিপাট্য কার্য্যে নিযুক্তা থাকিয়া, অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত রন্ধন গৃহের তৈজসগুলি মার্জ্জিত করিতে অক্ষম বিধায়, প্রভাতে ঐ কার্য্য সমাধা করিবেন স্থির করিয়া, শ্রান্তিপরিহার জন্য ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলেন। নিশীথ সময়ে নিদ্রিতাবস্থায় ঐ যুবতী শয্যা হইতে উঠিয়া গৃহে গমনপূর্ব্বক, সমস্ত বাসন একত্র করিয়া, ঝুড়ি ভরিয়া, এরিজ্ নদীতীরে উপস্থিত হইলেন; ও তৈজসাদি পরিষ্কার করিয়া বাটী প্রত্যাবর্ত্তনান্তর যথাস্থানে দ্রব্যাদি রাখিয়া পুনরায় শয্যায় শয়ন করিলেন।

পর দিবস প্রভাতকালে, রমণী রন্ধন গৃহে যাইবামাত্র মার্জ্জিত তৈজস দেখিয়া, বিস্মিত চিত্তে, পিতা মাতাকে ঐ সম্বাদ জানাইলেন। তাঁহারা তৈজসপত্র সহ যুবতীকে বাহিরে যাইতে দেখিয়াছিলেন, প্রাতঃকাল আগত বিবে-

চনায় তাঁহাকে গমন করিতে নিষেধ করেন নাই, সুতরাং ঐ সমস্ত তাহারই কার্য্য সিদ্ধান্ত করিলেন।"

এই দৃষ্টান্তে স্পষ্ট দেখা যায় যে চিন্তাই আন্তরিক তড়িৎশক্তি প্রাবল্যের হেতু। বিশ্রামকালে যুবতীর মনে তৈজস চিন্তা প্রবল ছিল; সুতরাং জীবনী শক্তির আধিক্যে সূক্ষ্ম দেহ সজীব হওয়ায়, স্থূল দেহ জড়বৎ নিদ্রাভিভূত সত্ত্বেও তিনি ঐ সমস্ত কার্য্য সমাধা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

চিন্তার ঐকান্তিকতা বশতঃ আন্তরিক তড়িৎ-শক্তির বর্দ্ধন সহকারে সূক্ষ্মের বিকাশ হইলে, উপরোক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া বিচিত্র বোধ হয় না।

বিদ্যার্থীদিগের মধ্যে, সময়ে সময়ে, কেহ কেহ বহু আয়াসে, কোন প্রশ্নের উত্তর পাইতে অসমর্থ হইয়া, নিশিযোগে নিদ্রাবস্থায় উহা অনায়াসে প্রাপ্ত হয়েন। শরীর তত্ত্বে এইরূপ অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়।

কোন কোন ব্যক্তির আন্তরিক তড়িৎশক্তির প্রাবল্য স্বভাবসিদ্ধ। ইঁহারা নিদ্রিতাবস্থায় কখন কখন প্রকৃত জ্ঞানবানের ন্যায় সঙ্গত ও সময়ে সময়ে মূঢ়ের ন্যায় অসঙ্গত কার্য্য করিয়া থাকেন।

বিজ্ঞানবিশারদ বুরডাক্ আপন জীবন বৃত্তে লিখি-

য়াছেন যে ১৮ হইতে ৩০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত, তিনি সময়ে সময়ে নিদ্রাবস্থায় শয্যা হইতে উঠিয়া নানাবিধ কার্য্য করিতেন। এক দিবস নিদ্রা ভঙ্গে দেখিলেন গাত্রের কামিজ নাই। খুলিয়া শয়ন করিয়াছিলেন, দ্বাররুদ্ধ, গৃহে অন্য কাহারও প্রবেশ করিবার উপায় নাই, এ অবস্থায় কামিজ্ কোথায় গেল? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি সমস্ত গৃহ পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে, এক আল্‌মারির মধ্য হইতে উহা বাহির করিলেন।”

নিদ্রাবস্থায় কোন কোন ব্যক্তি দূর দেশে পর্য্যটন, ও কেহ বা প্রাসাদ পৃষ্ঠে বিচরণ করিয়া থাকেন। উপর হইতে পতিত হইলেও প্রায় তাঁহাদিগের কোনপ্রকার বিঘ্ন ঘটে না। তাঁহাদিগের কার্য্যে বাধা পড়িলে, দিবাভাগে জাগ্রতাবস্থার ন্যায়, তাঁহারা উহা সচ্ছন্দে অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়েন।

এই সমস্ত দৃষ্টান্তে স্পষ্ট দেখা যায়, যে জড় দেহের নিদ্রিতাবস্থায় সূক্ষ্ম জাগরূক থাকে, ও ঐ দেহ রথকে যথা নিয়মে চালিত করে।

১৭৮৪ খৃঃ অব্দে মহাত্মা মেস্‌মরের প্রধান ছাত্র মেং পুইসিগর্ দ্বারা, তড়িৎশক্তি যোগে নিদ্রিত অবস্থায় কথা বার্ত্তার উপায় প্রথম আবিষ্কৃত হয়। অপরাপর মহৎ

আবিষ্কারের ন্যায় উহা দৈব ঘটিয়া ছিল। একদিবস তাঁহার উদ্যান রক্ষক রুগ্ন হইলে, তিনি তড়িৎ-তেজ প্রভাবে উহাকে আরোগ্য করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। আরোগ্য করিবার প্রবল বাসনা সহকারে, কয়েক বার উদ্যান পালকের গাত্রে হস্ত বুলাইবার পর, তিনি তাহার চক্ষু মুদ্রিত দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন "ঘুমালে কি?"

মালির নাক ডাকিতে ছিল ও শরীর স্পন্দ রহিত; কিন্তু ঐরূপ অবস্থায় সে তাঁহার কথায় উত্তর দিবামাত্র তিনি চমৎকৃত হইয়া, তাহাকে পীড়া সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

মালি অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা আপন দেহস্থ পীড়ার স্থান দেখাইয়া, আরোগ্য লাভের প্রকৃত ঔষধ তাঁহাকে বলিল। এই কথা নানা স্থানে প্রচার হইল, ও বহু সংখ্যক ব্যক্তি তদবধি উহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এক্ষণে জগতের সর্ব্বত্র প্রায় এই ব্যাপার চলিতেছে, তজ্জন্য এই বিষয় বিশেষ করিয়া লিখিবার প্রয়োজন নাই।

তাড়িৎ-নিদ্রাবস্থায় নিদ্রিত ব্যক্তিগণ আকর্ষকের আয়ত্তাধীন থাকায়, তাঁহার চিন্তাবেগ উহারা এড়াইতে পারে না। আকর্ষকের মনে যে ভাবের উদয় হয়, আকৃষ্টের মনোভাব তাহা হইতে বিভিন্ন দেখিতে পাওয়া

যায় না। আকর্ষকের মনে মিথ্যা ভাব উদয় হইলে, আকৃষ্ট মিথ্যা কহিতে বাধ্য হয়।

"ব্যারন্-ডি-ইউবা নামে এক ধনাঢ্য ব্রাজিলবাসী ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে, পারিস্ নগরে উপস্থিত হইয়া, আকর্ষণ শক্তি বিশারদ ব্যারন্-ডু-পোটেটের সাহায্যে তড়িৎশক্তি সঞ্চালন বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। কোন সময়ে তাঁহার পুত্র অত্যন্ত পীড়িত হইলে, তিনি উত্তম উত্তম ডাক্তার সত্ত্বে ও এলেক্সিস্ নামক জনৈক বিখ্যাত মধ্যবর্ত্তী * ব্যক্তিকে আনয়ন করিয়া, আকর্ষণ শক্তি প্রভাবে ঘোর নিদ্রিত ও সংজ্ঞা শূন্য করিবার পরে, জিজ্ঞাসা করিলেন "বল দেখি আমার পুত্র বাঁচিবে কি না?

এলেক্সিস্ বলিল "না বাঁচিবে না।"

উক্ত উত্তর সত্ত্বেও বালক রক্ষা পাইল। ব্যারন্ উহাকে প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বে, পুত্রের জীবনাশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য এ মিথ্যা উত্তরে তিনি অসন্তুষ্ট হয়েন নাই।

তাড়িৎ-নিদ্রা † ব্যতীত সহজ নিদ্রাবস্থায়, স্বাভাবিক তড়িৎশক্তি প্রবল ব্যক্তিগণ, সময়ে সময়ে ভবিষ্যৎ জানিতে পারেন। এতদ্ সম্বন্ধে মেং মার্মণ্ট্ বর্ণিত একটী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল।

---

* Mudium. † Mesmerism.

"ষ্টিঙ্গেল্ নামক একজন সুদক্ষ্য ইটালি দেশস্থ সেনাপতি, এক দিবস যুদ্ধ বিশ্রামের পর, নিশিযোগে নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নে দেখিলেন, যে এক সবুজ পরিচ্ছদ পরিধৃত সবল কায় অশ্বারোহী ব্যক্তি, তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রাণবধ করিল। পর দিবস প্রাতে তিনি স্বপ্ন বৃত্তান্ত অগ্রাহ্য ভাবে বন্ধুবর্গকে বর্ণন করিলেন। সেই দিবস ফরাশিস্ ও অষ্ট্রিয়াবাসাদিগের সহিত তুমুল যুদ্ধ হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে স্বপ্ন দৃষ্ট যুবাকে তাঁহার নিকটে আসিতে দেখিবামাত্র, তিনি চিনিতে পারিলেন, ও উহার সহিত সমরেচ্ছায় অগ্রসর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "তোমাকে জানিতে পারিয়াছি, তোমার জন্য প্রস্তুত।" ক্ষণকাল যুদ্ধের পর তিনি ঐ যুবকের হস্তে লীলা সম্বরণ করিলেন।

জাগ্রতাবস্থাতে ও দূরদৃষ্টি অসম্ভব নহে। জগৎশক্তি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজিত। মানবজীবনের কোন কার্য্যই ধ্বংশ হয় না; সমস্তই ঐ শক্তিতে সূক্ষ্মভাবে ন্যস্ত থাকে ও ঐ শক্তি স্রোতে ভাষিয়া বেড়ায়; সূক্ষ্ম দর্শন শক্তির আধিক্য হেতু, কোন কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি উহা অনায়াসে অনুভব করিতে পারেন।

"বিশুদ্ধ চিত্ত এপলোনিয়াস্ অতি বৃদ্ধাবস্থায় ইপসস্

নগরে একটী পিথাগোরস্ সম্ভূত বিজ্ঞান শাস্ত্রের বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, সেই স্থানেই বাস করিতেন। একদিবস তিনি ছাত্রদিগকে ঐ শাস্ত্র মর্ম্ম বুঝাইতে বুঝাইতে অকস্মাৎ ঐ কার্য্যে বিরত হইয়া, করুনস্বরে কহিলেন, "সাহসে ভর কর, দস্যুকে মার।" এই কথা বলিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ভাবে উর্দ্ধদৃষ্টে থাকিয়া পুনরায় বলিলেন, "এফিশিয়ান্ গণ আর ভয় নাই, দস্যু শমন সদনে পঁহুছিয়াছে।"

এপলোনিয়াস্ যে সময় উক্ত কথা বলিতেছিলেন, তৎকালে রোম নগরে ডোমিটিয়ান্ নামক প্রবল প্রতাপান্বিত ব্যক্তি ষ্টিফেনের হস্তে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে উভয়ে ক্ষণকাল যুদ্ধ হয়, ও উক্ত কর্ম্ম স্রোত আকাশ শক্তি বাহনে অবিলম্বে রোম নগর হইতে ইপ্-সসে উপস্থিত হওয়ায়, সূক্ষ্মদর্শী এপলোনিয়াসের দৃষ্টি-গোচর হইয়াছিল।

আমাদের দেশে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। যোগীদিগের বিলক্ষণ দূর দর্শন ক্ষমতা আছে। সন্দিগ্ধ চিত্ত ইংলণ্ডবাসীগণ স্কটলণ্ড দেশে গমন করিয়া, কখন কখন তত্রত্য যোগীগণের ক্ষমতা দর্শনে, আশ্চর্য্য হইয়া ফিরিয়া আইসেন। পাশ্চাত্য যোগীবর সুইডনবর্গের জীবন-

বৃত্তে, পূর্ব্বোক্তরূপ অনেক উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

"১৭৯৫ খৃঃ অব্দের ১৯ জুলাই তারিখে তিনি ইংলণ্ড-দেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে, একদিবস গোথেন্‌বর্গ নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া এক সম্ভ্রান্ত বণিকগৃহে আতিথ্য স্বীকার করেন। ঐ স্থান, ষ্টখলম্‌ নগর হইতে প্রায় শত ক্রোশ অন্তর। সন্ধ্যার সময় সহসা গৃহস্থগণ, তাঁহাকে কিয়ৎপরিমাণে চিন্তিত দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি,"এইমাত্র ষ্টখলম্‌ নগরে ভয়ানক অগ্নি লাগিয়াছে, অগ্নি আমার বাটীর নিকটবর্ত্তী" এই কথা বলিয়া, প্রায় দুই ঘণ্টা কাল সমাচার প্রার্থীর ন্যায়, ক্ষণেক গৃহমধ্যে ও ক্ষণেক বাহিরে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তিনি একবার বলিলেন "আমার বন্ধুর বাটী এইমাত্র ভষ্মরাশী হইল, বোধ হয় আমার বাটী আর থাকে না।" ক্ষণকাল পরে পুনরায় বলিলেন "জগদীশ্বরের কৃপায় আমার আবাস সমক্ষে অগ্নি নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইল।"

দুই দিবস পরে গোথেন্‌বর্গের শাসনকর্ত্তা ষ্টখলম্‌ নগরস্থ দুর্ঘটনার সম্বাদ পাইয়াছিলেন; সুইডন্‌বর্গের বাক্য, উহা হইতে কিছুমাত্র প্রভেদ হয় নাই।

ঘটনা মাত্রেই শারীরিক ও মানসিক শক্তি বিশেষের

পরিণাম, ও স্বাভাবিক নিয়মের অন্তর্গত। দৈব শব্দটী ভ্রম মাত্র। কারণ ব্যতীত কোন কার্য্য সম্ভবে না; কারণ বুঝিতে না পারিলে, অজ্ঞতা ঢাকিবার জন্য আমরা দৈবের দোহাই দিয়া থাকি। জগতস্থ সৃষ্ট পদার্থমাত্রে পরস্পর এরূপ সম্বন্ধ যে অগ্র ব্যতীত, পশ্চাতের উৎপত্তি হইতে পারে না। কারণ ব্যতীত কার্য্য সম্ভবে না। ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে, তাহার সূত্র এক্ষণে, বা ইহার পূর্ব্ব হইতেই উপস্থিত আছে। উপস্থিত ঘটনার পূর্ব্ব অবস্থা জানিতে পারিলেই, ভবিষ্যত জানিতে পারা যায়। কারণাবস্থা আকাশ শক্তিতে নিহিত থাকে, ও ঐ শক্তি প্রভাবে চালিত হইলে সূক্ষ্মদর্শীগণ উহা সহজেই অনুভব করিতে পারেন, ও জ্ঞান বলে উহার পরিণাম ও অবগত হইতে সক্ষম হয়েন। যে সমস্ত কারণ আশুফলপ্রদ তাহা তাঁহারা বিনা আয়াসে, ও দূর ফলপ্রদ কারণ সমূহ যত্ন সহকারে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। যোগশাস্ত্রে ইহার উপায় নির্দ্ধারিত আছে। সুশিক্ষিত যোগীগণের এ সমস্ত অসাধ্য নহে।

এক্ষণে আমরা জীবনী-শক্তি উদ্ভূত আকর্ষণ শক্তির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—— •:o—— —

আকর্ষণ-শক্তি *।

বিগত ৫০ বৎসর মধ্যে আমেরিকা খণ্ডে প্রেতাবির্ভাব রোগের প্রবল তরঙ্গ উঠিয়া ক্রমে সমস্ত ইউরোপ খণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। এই অদ্ভুত রোগের চিহ্ন পণ্ডিতবর কাউণ্ট রেজী, তৎকৃত বিজ্ঞান সংহিতায়, নিম্নলিখিত মত বর্ণন করিয়াছেন।

"নিউইয়র্ক প্রদেশস্থ হাইডেস্‌ভিল্ গ্রামে ওএকম্যান্ নামে একব্যক্তির গৃহে অদৃশ্য মৃদু করাঘাত রূপ শব্দের প্রথম সৃষ্টি হয়। এই অদ্ভুত শব্দের কারণ অনুসন্ধানে বিশেষ যত্নবান হইয়াও কেহ উহার প্রকৃত তথ্য স্থির করিতে পারেন নাই। একদিবস একটী বালিকার চীৎকারে পরিবারবর্গ জাগরিত হইয়া উহার প্রমুখাৎ শুনিলেন, যে একটী হস্ত তাহার দেহ স্পর্শ করিয়া মুখ চাপিয়া ধরিয়াছিল।

---

* Magnetism.

উক্ত ঘটনার কিছু দিবস পরে জন্ ফক্স নামক এক ব্যক্তি, ঐ বাটী ভাড়া লয়েন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও দুইটী তরুণ বয়স্কা কন্যা ছিল। তাঁহারা তিন মাস কাল ঐ গৃহে কোন প্রকার শব্দ শ্রবণ করেন নাই। কিন্তু উক্ত সময় অতীত হইলে, পুনরায় পূর্ব্বমত শব্দ হইতে লাগিল। প্রথমে সময়ে সময়ে মৃদু মৃদু শব্দ হইতে আরম্ভ হইল, ক্রমে উহার আর বিশ্রাম রহিল না। নিশি-যোগে শব্দের জ্বালায় গৃহস্থগণের নিদ্রা যাওয়া ভার হইয়া উঠিল। নিতান্ত বিরক্ত ও ক্লান্ত হইয়া, পরিবারবর্গ একদিবস প্রতিবাসীগণকে ডাকিয়া, শব্দের তথ্য অনু-সন্ধান করিতে অনুরোধ করিলেন।

একরাত্রি, ফক্সের অনুপস্থিতিতে ফক্স্ মহিলা ও কন্যাদ্বয়, একত্র শয়ন করেন। শব্দ কম্পনে কাহারও নিদ্রাবেগ উপস্থিত না হওয়ায়, কনিষ্ঠা কন্যা অঙ্গুলি আঘাতে উহার অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি একবারে অঙ্গুলি দ্বারা কএকটী আঘাত করিবামাত্র, অদৃশ্য শব্দকারী সেই কএকটী শব্দ করিয়া থামিল। তখন জ্যেষ্ঠা কন্যা বিদ্রূপ ভাবে বলিলেন, "আমি যেরূপ করি, সেইরূপ কর।" এই বলিয়া তিনি ইচ্ছামত কএকটী করতালী দিলেন, শব্দ ও তাঁহার অনুকরণ করিবামাত্র

যুবতী ভীত হইয়া ঐ কার্য্যে বিরত হইলেন। ফক্স্ মহিলা এতৎদর্শনে বলিলেন "দশ গণনা কর।" অমনি দশটী আঘাত হইল। তখন উক্ত রমণী কহিলেন "আমার কনিষ্ঠা কন্যার বয়ঃক্রম বলিতে পার?" শব্দ, সঙ্কেতে বালিকার বয়স কহিল।

রমণী পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন 'এ শব্দ কে করিতেছে, মনুষ্যের শব্দ কি?" শব্দ নিরব, কোন উত্তর নাই।

রমণী পুনরায় কহিলেন "যদি ভূত হও, দুইবার শব্দ কর?" তৎক্ষণাৎ দুইটী শব্দ হইল।

"যদি তোমার কেহ ক্ষতি করিয়া থাকে ঐরূপ শব্দ কর?" পুনরায় দুইটী শব্দ হইল।

ভূতের সহিত কথাবার্ত্তা, এই প্রথম নূতন প্রণালীতে আরম্ভ হইল। এই উপায়ে ফক্স্ রমণী ভূতের বয়স, ব্যবসা, ও অপমৃত্যুর কারণ পর্য্যন্ত জানিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। রমণী ভূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, প্রতিবাসীগণকে আনিলে, উহাদের সমক্ষে আমার কথার উত্তর দিবে কি না?" উত্তরে একটী শব্দ হইল। প্রতিবাসীগণ আগমন করিলে পূর্ব্বমত প্রশ্নোত্তর চলিতে লাগিল। উত্তরের নিশ্চিততায়, অতি সন্দিগ্ধ চিত্তের ও ভূতের প্রতি কিছুমাত্র অবিশ্বাস রহিল না। এই ঘটনা

প্রচার হইলে, তত্রস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তি ভূতের ব্যাপার দেখিতে আসিয়া বিস্মিতচিত্তে ফিরিয়া গেলেন।

কিছুকাল পরে কার্য্য বশতঃ শব্দকারী ভূত-প্রসবিণী ফক্‌স পরিবারবর্গ রোচেষ্টার নগরে গমন করেন। অনুগত পুত্র অদৃশ্য ভাবে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদের প্রশ্নের পূর্ব্বমত উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন। রোচেষ্টার নিউইয়র্ক্ প্রদেশের একটী প্রধান নগর; তথায় বিস্তর সুবিজ্ঞ ব্যক্তি বাস করিতেন, কিন্তু তাঁহারা বিশেষ যত্ন করিয়া ও এই ব্যাপারের তথ্য অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই।

বর্ত্তমানকালে আমেরিকাখণ্ডে প্রথম এইরূপ প্রেতা-বির্ভাব কাণ্ড আরম্ভ হইল। প্রায় সকলেই ফক্‌স্ রমণী গণের সহিত প্রেতের সংযোগ স্থির করিলেন। সূক্ষ্মদেহের অস্তিত্ব জানিতে পারিলে, কাহারও ঐরূপ বিশ্বাস হইত না। ফক্‌সের দুই কন্যা যৌবন সীমায় উত্তীর্ণা; এ সময় স্বাভাবিক তড়িৎ শক্তির প্রবল বেগ প্রযুক্ত, সূক্ষ্মদেহ শরীরাভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া অদৃশ্য ভাবে উহা-দিগের বাসনানুযায়ী কার্য্য করিতে থাকিত। তড়িৎশক্তি প্রধানা যুবতীগণের প্রায় এইরূপই ঘটিয়া থাকে।

এই নূতন প্রণালীর প্রেতাবির্ভাব প্রায় সকলেরই

মনোনীত হইল, ও আমেরিকা খণ্ডে প্রতি গৃহে আবাল বৃদ্ধ বনিতা এই কথার আন্দোলন, ও এইরূপ উপায়ে প্রেতাকর্ষণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে উক্ত দেশে ঐ সম্বন্ধে দুইটী প্রবল দল হইল, এক সম্প্রদায় উহা তড়িৎশক্তির কার্য্য বিবেচনায়, ঐ শক্তির উত্তেজনায় নিযুক্ত হইলেন; কিন্তু অপর দল উহাদিগের কথায় প্রত্যয় না করিয়া, ঐ সমস্ত ভূতের কার্য্য স্থির নিশ্চয় জানিয়া পর-পৃথিবীস্থ ব্যক্তিগণের সহিত কথাবার্ত্তা ও তাহাদের উপদেশ গ্রহণেচ্ছায় ব্যগ্র হইলেন। ক্রমে প্রেতাবির্ভাব সম্বন্ধে নূতন নূতন পন্থা বাহির হইতে আরম্ভ হইল; প্রেত দ্বারা টেবিল চেয়ার ইত্যাদি চালনা ও ঐ সমস্তের বাক্য প্রয়োগ, ও পেন্সিল দ্বারা মনোভাব লেখা প্রভৃতি বিবিধ প্রকার কার্য্য হইতে লাগিল।

নানা বিষয়ে প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হইল। ক্রমে ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক চলিল কিন্তু শাস্ত্রসঙ্গত ধর্ম্ম ব্যাখ্যার অভাব হেতু, ধর্ম্মোপদেশকগণ বিরক্ত হইলেন; ও দুই সম্প্রদায় মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অবশেষে দেশস্থ সমস্ত পাদ্রি একত্র হইয়া, প্রেতাকর্ষণ অতি গর্হিত ও ঘৃণিত কার্য্য সিদ্ধান্ত করিয়া, আকর্ষকের দণ্ড নির্দ্ধারিত

করিলেন। কিন্তু ইহাতেও ঐ কার্য্যের নিবৃত্তি না হইয়া বরং প্রেত বার্ত্তা শ্রবণেচ্ছা দেশবাসীগণের মনোমধ্যে দ্বিগুণ তর প্রবল হইয়া উঠিল।

স্থানে স্থানে বহুসংখ্যক ব্যক্তি টেবিলের চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট হইয়া, উহার পার্শ্বদেশে হস্ত রাখিয়া পরস্পর অঙ্গুলি বা কনুই স্পর্শ করিয়া, টেবিল, চলিবার প্রতিক্ষায় রহিলেন। কোথাও টেবিল চলিতে লাগিল, ও কোন স্থানে উপস্থিত ব্যক্তিগণের বাসনার বিভিন্নতা বশতঃ বিপরীত তড়িৎশক্তি সহযোগে উহা স্থির হইয়া রহিল।

বিজ্ঞান বেত্তাগণ ঐরূপ টেবিল চলা, হস্তের চাপনের কৌশল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন; কিন্তু এই সিদ্ধান্ত স্থায়ী হইল না। কারণ একজন ব্যক্তির স্পর্শে প্রকাণ্ড টেবিল্ চলিতে লাগিল, ও ক্রমে উহা শূন্যে উঠিয়া অগ্র পশ্চাৎ হইতে আরম্ভ হইল। কতক ব্যক্তি টেবিল স্পর্শ না করিয়া, আকর্ষণ শক্তি প্রভাবে উহা চালাইতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে কেহ কেহ আজ্ঞামাত্র, টেবিল উচ্চে, নিম্নদেশে, যথা ইচ্ছা চলিতে লাগিল ও শব্দ করিতে কহিলে, তৎক্ষণাৎ উহার উপর শব্দ হইতে থাকিল।

ক্রমে টেবিল্ ছাড়িয়া পেন্‌সিল্ দ্বারা লিখন ও পরি-শেষে মানবকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া, উহার মুখ হইতে

প্রেতগণের কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। ভূতযোনী সম্বন্ধে এক্ষণে অনেকেরই সন্দেহ দূর হইল।

স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে অদৃশ্যশক্তি টেবিল ইত্যাদি চালাইতে, ও শব্দ দ্বারা প্রশ্নের উত্তর দিতেছিল, ঐ শক্তিই মধ্যবর্ত্তী মনুষ্যের মুখ হইতে বাক্য দ্বারা উত্তর দিতে আরম্ভ করিল। আকর্ষক বা আকৃষ্টের সূক্ষ্ম শরীরের কার্য্য ব্যতীত উহা অন্য কিছুই হইতে পারে না।

প্রেত দেহ ও সূক্ষ্মদেহ বিভিন্ন নহে, কেবল অবস্থার বিভিন্নতা মাত্র। বাসনা তেজ উদ্ভূত প্রবল আন্তরিক তড়িৎশক্তি সহকারে উভয়েই চালিত হয়। কিন্তু একটী স্বাধীন ও অপরটী স্থূলদেহ বর্ত্তমানে উহার কতক পরিমাণে অধীনভাবে থাকে, বন্ধন সূত্র একবারে ছেদ করিতে পারে না।

প্রেতাকর্ষকগণ ক্রমে শত শত, সহস্র সহস্র বৎসরের প্রেত আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ মহাকবি হোমার, কেহ বা সেক্‌সপিয়ার প্রভৃতির প্রেতকে, অতি মুমূর্খ মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তির মুখ হইতে নির্গত করিতে লাগিলেন। মূর্খের মুখে সেক্‌সপিয়ারের ন্যায় সুন্দর কবিতা শ্রবণে, দর্শকবৃন্দ পরস্পর "দেখুন দেখি, মূর্খ এরূপ

কবিতা-শক্তি কোথায় পাইবে ? মৃত কবির আবির্ভাব ভিন্ন উহা অন্য কিছুই হইতে পারে না," প্রভৃতি নানা কথা বলিতে লাগিলেন।

প্রেতাবস্থা বিরল, মৃত্যুর পর সকলেই ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন না ; ও ঐ অবস্থা পাইলেও উহা দীর্ঘকাল-স্থায়ী হইতে পারে না। যদি ইহ জগতের প্রথমাবস্থা হইতে এ পর্য্যন্ত প্রেত বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে মানবগণ প্রেতের উপর দিয়া চলিতে, ও প্রতি নিশ্বাসে প্রেতকে উদরস্থ করিতে বাধ্য হইতেন।

প্রেতাকর্ষণ বিদ্যা আমাদের এ প্রদেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে ; ভূতসিদ্ধ ও পিশাচসিদ্ধের কথা আমাদিগের পক্ষে নূতন নহে। এ দেশে জীবনীশক্তিরও আকর্ষণ শক্তির প্রভাব অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রকাশিত আছে। পবিত্রান্তকরণে এই শক্তির উদ্ভাবনে ইহা ঐহিক ও পারত্রিক সুখের সোপান স্বরূপ, ও দুশ্চরিত্রের পক্ষে দুঃখের আকর স্বরূপ হইয়া থাকে।

এখনকার লোকদিগের বিশ্বাস অল্প ; ইহাঁরা প্রাচীন বাক্যে প্রায় আস্থা প্রকাশ করেন না। আমাদিগের আর্য্য ঋষিগণের অদ্ভুত ক্ষমতার কথা শুনিলে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেচ্ছুক জনগণে উহা অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। অতএব

আমাদিগের পরম পবিত্র ঋষিদিগের শক্তি প্রভাবের প্রচুর জলন্ত দৃষ্টান্ত সত্ত্বে, আমরা ঐ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য যোগীদিগের কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিয়া এই পরিচ্ছেদ শেষ করিব।

"যোগীবর সেণ্ট্ ফ্রান্সিস্ জেভিয়ার ১৫৭১ সালের নভেম্বর মাসে, জাপান হইতে চীনরাজ্যে যাইতেছিলেন। সাত দিবস অর্ণবযানে অতিবাহিত হইলে, অষ্টম দিবসে সমুদ্র মধ্যে প্রবল ঝটিকা আরম্ভ হইল। পাছে জাহাজের পশ্চাতস্থিত নৌকা ভাঙ্গিয়া যায়, এই ভয়ে কাপ্তেন্ কএকটী নাবিককে উহা পোতের পার্শ্বদেশে বন্ধন করিতে কহিলেন। নাবিকগণ নৌকায় উঠিয়া উহা জাহাজের পার্শ্বে আনয়ন করিতে করিতে রাত্রিকাল উপস্থিত হইল; ঐ সময় এক ভয়ঙ্কর উর্ম্মি উঠিয়া, নাবিক সহ তরণী মুখে করিয়া অদৃশ্য হইল।

যোগীবর ঝড় আরম্ভ পর্য্যন্ত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ ছিলেন। নৌকাখানি ভাসিয়া গেলে, জাহাজস্থ নাবিকগণ, বন্ধুদিগের মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া, তাঁহাদিগের বিরহে কাতর স্বরে হা, হুতাশ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ঝড় সাম্য হইল; তখন জেভিয়ার গাত্রোত্থান করিয়া সকলকে সম্ভাষণ করতঃ সাহস ভরে রহিলেন "ভয় নাই,

তোমরা চিন্তিত হইও না, বন্ধুগণ তরী সহ তিন দিবস মধ্যে জাহাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।” তাঁহার আশ্বাস বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া, তিন দিবস সেই স্থানে অতি-বাহিত করিবার ইচ্ছায়, কাপ্‌তেন জাহাজ নোঙ্গর করিলেন। ক্রমে উক্ত সময় অতীত হইল; কিন্তু তখনও নৌকা দেখিতে না পাইয়া তাঁহারা বন্ধুগণের প্রত্যাবর্ত্তন আশা ত্যাগ করিয়া, সকলে জাহাজ চালাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। জেভিয়ার তাঁহাদিগকে বিনয়-বাক্যে আর ও ঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিতে কহিয়া পুনরায় ধ্যানস্থ হইলেন। ইতোমধ্যে নাবিক সহ নৌকা সকলের দৃষ্টি-পথে পতিত হইল, তখন পোতবাসীগণের আর আনন্দের সীমা রহিল না। ক্রমে তরী হইতে, আরোহীগণ জাহাজে উঠিল ও উহা অর্ণবপোতের পশ্চাৎদিকে বন্ধন করিবার উপক্রম হইতে লাগিল। নৌকারোহীগণ, জেভিয়ারকে তাঁহাদিগের মধ্যে দেখিতে না পাইয়া, তখনও নৌকায় আছেন বিবেচনায় কহিলেন” “জেভি-য়ার্‌, এখনো নৌকায় আছেন, তোমরা নৌকা লইয়া কোথায় যাইতেছ?” পোতবাসীগণ বন্ধুদিগের কথায় চমৎকৃত হইয়া কহিলেন “একি কথা, তিনি জাহাজেই আছেন, উহা ছাড়িয়া কোথাও গমন করেন নাই।”

নৌকাস্থ নাবিকেরা বন্ধুদিগের কথায় বিশ্বাস না করিয়া পুনরায় কহিলেন "জেভিয়ার আমাদিগের সহিত এ কএক দিন বাস করিয়াছেন, তাঁহার উৎসাহে, উত্তেজিত হইয়া, তাঁহার আজ্ঞানুসারে নৌকা চালাইয়া, আমরা এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছি, ও তাঁহারই কৃপায় এ বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি; তিনি জাহাজে আছেন ইহা নিতান্ত অসম্ভব।"

এরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা যোগী ভিন্ন আর কাহারও হইতে পারে না। জন্মাবধি রেতঃপাত না করিয়া, সংসার বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া, যাঁহারা চিরজীবন বিশুদ্ধান্তঃকরণে সূক্ষ্ম তত্ত্বের অনুসরণ করেন, তাঁহাদিগের শক্তির প্রভাব সামান্য মানবে কি বুঝিবে। যোগজীবন যেরূপ বিচিত্র, যোগ প্রভাবও তদ্রূপ। কিন্তু ইহা স্বাভাবিক শক্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। বিশুদ্ধ দেহে, বিশুদ্ধ বাসনা তেজ সহকারে, শারীরিক-তড়িৎশক্তি অতি বিচিত্র রূপ ধারণ করে।

"স্পেন্‌দেশে, দ্বিতীয় ফিলিপের রাজত্বকালে, ডোমিনিক্ নামে এক পরম যোগী, যোগশক্তি প্রভাবে আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হইতেন। রাজার কর্ণকুহরে এই বার্ত্তা প্রবেশ মাত্র, তিনি ব্যগ্রচিত্তে তাঁহার নিকট

উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে যোগনিদ্রায় অভিভূত দেখি-লেন,। ক্ষণকাল ঐ অবস্থায়-অতিবাহিত হইলে, ক্রমে তাঁহার শরীর মৃত্তিকা হইতে শূন্যে উঠিতে দেখিয়া, সম্রাট অগ্রসর হইয়া যোগীর গাত্রে ফুৎকার দিতে আরম্ভ করিলেন ও দেহ ফুৎকার প্রভাবে শূন্যে দুল্যমান হইতে লাগিল।”

যোগীগণের কৃপায় কত শত শত ব্যক্তি সময়ে সময়ে কত মহৎ ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, তাহার নিরাকরণ হয় না। তাঁহারা ধূলা, ভস্ম, যাহা কিছু রোগীকে প্রদান করেন তাহাই পরমৌষধ। বিশুদ্ধ বাসনা তেজই উহার মূল।

দুশ্চরিত্র ব্যক্তিগণের ঐ শক্তি দুঃখের আকর স্বরূপ হইয়া থাকে। আমরা পর পরিচ্ছেদে উহা বিশেষরূপ বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইব।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যাদু-শক্তি।

আধুনিক বিজ্ঞান পারদর্শীগণের, যোগ শক্তির উপর যেরূপ আস্থা, যাদুশক্তির উপর ও তদ্রূপ। তাঁহারা যাহা ধারণা করিতে অক্ষম, তাহা মিথ্যা ও অমূলক বলিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা বলিয়া কি প্রত্যক্ষ প্রমাণও মিথ্যা হইবে। তাঁহারা আশ্চর্য্য ঘটনা মাত্রকে অস্বাভাবিক বলেন, কিন্তু এ জগতে অস্বাভাবিক কিছুই নাই। যাহা ঘটে তাহাই স্বভাবসিদ্ধ। আমরা তথ্য নির্ণয় করিতে না পারিয়া ঘটনাবলিকে অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য বলিয়া থাকি, কিন্তু কারণ জানিবামাত্র আর সে ভ্রম থাকে না।

যোগশক্তি ও যাদুশক্তি মধ্যে সেই এক তড়িৎশক্তিই বিদ্যমান, কেবল আধারমাত্র বিভিন্ন। সংসার বিরাগী বিশুদ্ধ, প্রশান্তচিত্ত পাত্রে যে শক্তি লক্ষিত হয়, তাহা

যোগশক্তি, ও সংসার-সর্ব্বস্ব, নীচাশয়, কুণ্ঠিত-চিত্ত লক্ষিত শক্তিকে যাদুশক্তি বলা যায়। মারণ, বশীকরণ, প্রেত ও পিশাচ-সিদ্ধ প্রভৃতি কয়েকটী ভয়ঙ্কর কার্য্য যাদু বিদ্যার অন্তর্গত।

কয়েক শতাব্দি পূর্ব্বে যাদু বিদ্যা ইয়ুরোপ খণ্ডে অত্যন্ত প্রবল ছিল। তখন ঐ স্থানে সমরাগ্নির প্রভাবে মানব গণের ধন, প্রাণ, ও মান নষ্ট হওয়ায়, প্রায় কাহারো দুঃখের অবধি ছিল না। ধর্ম্ম ঐ প্রদেশ ত্যাগ করাতে; উহা অধর্ম্মের অধিকার ভুক্ত হইয়াছিল। আপন প্রাণ রক্ষার জন্য, আত্ম সুখের অভিলাষে, লোকে নৃশংস রাক্ষসের ন্যায় ব্যবহারে বিরত হইতেন না। রমণীগণের সতীত্ব নাশ ও তখন ন্যায্য কার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। যাদু শক্তি ও ঐ সময় প্রবলবেগ ধারণ করিয়াছিল। অর্থাভাবে, অন্নাভাবে, ও স্বজন বিয়োগে, প্রায় সকলের হৃদয় পাষাণময় হওয়ায়, দয়া, ধর্ম্ম, ও বদান্যতার চিহ্ন ও উহাতে লক্ষিত হইত না। কিন্তু এক্ষণে আর সে ভাব নাই; কাল বশে সমরানল নির্ব্বাপিত হইয়া, সাংসারিক উন্নতি সহকারে ইহাদিগের প্রবৃত্তির ও উন্নতি হইয়াছে। এখনকার ইয়ুরোপ খণ্ড আর পূর্ব্বের ইয়ুরোপ নাই। পদার্থ ও শিল্প শাস্ত্রের উন্নতি সহকারে, কৃষি ও বাণিজ্যের

নূতন নূতন পন্থা উদ্ভাবিত হইয়া, উহা এক্ষণে নবজীবন প্রাপ্ত হইয়াছে। সম্প্রতি ঐ স্থান বাসী অধিকাংশ ব্যক্তি অর্থকরী বিদ্যার বিশেষ গৌরব করিয়া থাকেন। যাদুকর ও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে বিরল হইয়া পড়িয়াছে।

চাতুরি দ্বারা লোক ভুলাইয়া কিছু উপার্জ্জন করা যাদুকরের কার্য্য নহে। দুশ্চরিত্র ব্যক্তির দুরভিসন্ধির ঐকান্তিকতা বশতঃ যে শক্তির বিকাশ হয় উহাকে প্রকৃত যাদু শক্তি কহে। যাদুকরগণ স্বার্থপর; তাহাদের কঠিন হৃদয়ে পরানিষ্ট জনিত দুঃখের লেশ পর্য্যন্তও স্পর্শ করিতে পারে না। আমাদিগের এ দেশে যাদু বিদ্যা শিক্ষার নানাপ্রকার প্রণালী আছে, ও ঐ শক্তি উত্তেজক বহুসংখ্যক দ্রব্যের ও তালিকা পাওয়া যায়। ইয়ুরোপ খণ্ডেও উহার অভাব নাই।

১৫৪৫ খৃঃ অব্দে পাদ্রি তৃতীয় জুলিয়স্ লোরেন্ নগরে বাস করিবার সময়, কোন স্ত্রী ও পুরুষ, উভয়কে যাদু অপরাধে বিচার স্থলে আনিত হইলে, তাহাদিগের গৃহ অনুসন্ধানে এক ভাণ্ড সবুজ রঙ্গের তৈল পাওয়া যায়। ধর্ম্মোপদেশকের এন্ড্রিু লেগুনা নামে ডাক্তার উহা পরিক্ষা করিয়া, উহাতে মাদক ও নিদ্রাকর্ষক কয়েকটী দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সচরাচর যে বাহ্যিক জগতস্থ তড়িৎ শক্তির বিকাশ দেখা যায়, উহার ন্যায় শারীরিক তড়িৎ শক্তির ও দুইটী বিপরীত অংশ আছে। একের সাহায্যে, মানব স্বর্গ সুখভোগ ও অপরটী অবলম্বনে, নরক যন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকে।

"কয়েক বৎসর গত হইল, সেভয় দেশস্থ কয়েকটী গ্রামে, ধর্ম্ম বিভ্রাট হেতু বহুসংখ্যক ব্যক্তি প্রেত-গ্রস্থ রোগে রুগ্ন হয়েন। ১৮৫৭ সালের বসন্ত কালে, অনেকগুলি যুবক যুবতীর, ভূতে পাইবার লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ব্যাধির আবির্ভাব সময়ে উহাদিগের মধ্যে কতকগুলি অদ্ভূত বল প্রকাশ, ও কতকগুলি ধর্ম্মসম্বন্ধে নানাপ্রকার কটূ কাটব্য প্রয়োগ করিতেন। কিন্ত অবকাশ কালে ঐ কথা শুনিলে তাঁহারা লজ্জিত ও দুঃখিত হইতেন।

চিকিৎসকগণ এই অসাধ্য রোগের শান্তি করিতে অসমর্থ হইলে, প্রতিকার জন্য, উহা রোজার হস্তে অর্পিত হয়। ও কয়েকটী যুবতী কিছু দিনের জন্য আরোগ্যলাভ করিয়া, পুনরায় উক্ত রোগগ্রস্ত হয়েন।

ইহা মনের রোগ; যুবক যুবতীর যৌবন সময়ে, জীবনী-শক্তির প্রবলতার সহিত মলিন বাসনা-তেজ একত্রিত হইলে, প্রায় এ রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

এ ভূত চিকিৎসকের আয়ত্তাধীন নহে। **ইহাকে** দূরীকৃত করিতে হইলে কামাশক্তির নিবৃত্তিও **ধর্ম্মে প্রবৃত্তি** আবশ্যক। ধর্ম্মোপদেশকেরা কতক পরিমাণে **ইহার** উচ্ছেদ করিতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। **এরূপ** ভূতগ্রস্তের সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু অশ্লীলতা নিবন্ধন উহাতে বিরত হইলাম।

প্রেতনী পুরুষকে, ও প্রেত স্ত্রীলোককে প্রাপ্ত হইয়া থাকে; ইহার বিপরীত কখন শুনিতে বা দেখিতে পাওয়া যায় না। যুবা পুরুষ প্রেতনীর সহবাসে, অল্পদিন মধ্যে চলৎশক্তি রহিত হইয়া মুমূর্ষুর ন্যায় হইতে শুনা যায়।

"১৬০৯ খৃঃ অব্দে মেরায়া থেরিসা নাম্নী এক যুবতী জনৈক প্রতিবাসী দত্ত নেবু খাইয়া, সাত বৎসর কাল প্রেতগ্রস্তা থাকেন।

"লোবেন্ নগরস্থ মেরি রেন্‌ফিন্, তাঁহার ডাক্তার দত্ত এক গেলাস্ সরবৎ পান করিয়া প্রেতগ্রস্তা হয়েন। ডাক্তার তাঁহার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে ঐ সরবৎ পান করিতে দিয়াছিলেন।"

১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে ভূত এক পিতৃ মাতৃ হীনা যুবতীর দেহে প্রবেশ করে। রমণী এক দর্জীর দোকানে কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। দর্-

স্ত্রীর কটাক্ষে তাঁহাকে ঐরূপ রোগগ্রস্তা হইতে হইয়াছিল।

উপরোক্ত মত ভূতগ্রস্ত হওয়া যেরূপ বিচিত্র, ভূতের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া ও তদ্রূপ।

"কেষ্টাইল্ নগরে এক যোগী, পবিত্র বাসনাতেজ সহকারে, পীড়িত ব্যক্তির মুখের মধ্যে, ফুৎকার দিয়া ভূত ছাড়াইয়া ছিলেন।"

সেণ্ট্ভিন্সেণ্ট-ডি-পল্ নামে এক ধর্ম্মোপদেশক প্রেতগ্রস্তা রমণীর, বিবিধ ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা ভূত ছাড়াইতে না পারিয়া, অবশেষে কপট রোষভরে কেশাকর্ষণ করিবামাত্র, উহা প্রস্থান করিল।" অনেক ভূত প্রহার ভয়ে পলায়ন করিয়া থাকে।

রোজার শক্তিপ্রভাবে প্রেত যখন প্রস্থান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, রোজা প্রেতবাক্য প্রমাণ হেতু যাইবার সময় উহাকে চিহ্ন রাখিয়া গমন করিতে কহেন; ও উহা তদনুযায়ী কোন বস্তু উলটিয়া দিয়া বা স্থানান্তরিত করিয়া প্রস্থান করে। পণ্ডিতবর গোরেস্ বর্ণিত এক দৃষ্টান্তে, রোজা কোন যুবতীর দেহ হইতে প্রেত দূরীকৃত করিবার সময় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায়, রমণী কহিল "দেহ মধ্যে আমরা ৩০টী ভূত আছি।" রোজা

৬০টা বাতি জ্বালিয়া বলিলেন "এক এক জন যাইবার সময় এক একটা বাতি নির্ব্বাণ করিয়া যাও।" রোজার কথা মত কার্য্য হইল।

পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত সমূহ পাঠে, সহসা উহা প্রেতকার্য্য মনে হইতে পারে, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাতে যাদু শক্তির প্রভাব স্পষ্টই লক্ষিত হয়। যৌবনকালে মলিন বাসনা প্রবল থাকিলে, রমণীগণকে সহজেই দুশ্চরিত্রগণের দুরভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইতে হয়। কখন কখন বাসনার প্রাবল্যে সূক্ষ্মের বিকাশ হেতু, স্থূল শরীরও বিবিধ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকে। উদাহরণ দ্বারা ইহা পশ্চাৎ প্রমাণ করিতে যত্নবান হইব।

সচরাচর যত ভূতগ্রস্তের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, দেহস্থিত তড়িৎশক্তির গতি ফিরাইতে পারিলে ঐ রোগের উচ্ছেদ হইয়া থাকে; ইহা ভিন্ন প্রতিকারের আর অন্য উপায় নাই। পবিত্র বাসনা তেজই ইহার পরমৌষধ। অতি প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণেরা ও মিশর দেশস্থ পুরোহিতগণ এই রোগ প্রতিকারে বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করিতেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—— o:o ——

সূক্ষ্ম-তত্ত্ব।

সূক্ষ্মদেহ সচরাচর সকলে দেখিতে পায় না। দর্শন না পাইবারও বিশেষ কারণ আছে। বাষ্প অপেক্ষা সূক্ষ্ম বস্তু স্থূল চক্ষুর অগোচর। উহা স্থূল দেহাভ্যন্তরে ছাঁচের ন্যায় ব্যাপিয়া থাকে, প্রকাশ হইয়া ঘনীভূত না হইলে, স্থূল দৃষ্টিগোচর হওয়া অসম্ভব। কোন ব্যক্তির হস্ত বা পদের কিয়দংশ কোন কারণে বিনষ্ট হইলে, ক্ষত স্থান সম্পূর্ণ আরোগ্য প্রাপ্তে ও যাবৎজীবন উহার নিম্নদেশে কিঁয়ৎ পরিমাণে অনুভব শক্তির আবির্ভাব থাকে। প্রভোষ্টের যোগিনীর ইতিহাসে ঐ স্থান স্থিত সূক্ষ্মদেহের বর্ত্তমান প্রমাণিত হইয়াছে।

সূক্ষ্ম শরীর নিস্তেজভাবে স্থূল মধ্যে নিহিত থাকে; বাসনাতেজ প্রভাবে শারীরিক-তড়িৎশক্তির প্রবলতায়, উহা সজীব হয়। জীবনী-শক্তি, প্রবল ধর্ম্ম চিন্তা,

দুশ্চিন্তা, ও কোন কোন উৎকট রোগ বিশেষে, বা শারীরিক অবস্থা বিশেষে, বর্দ্ধিত হয়।

উপরোক্ত কোন কারণে জীবনীশক্তি প্রবল বেগবান হইলে, বাষ্পদেহ উহার আশ্রয়ে সজীবভাব ধারণ পূর্ব্বক বাসনাতেজ সহকারে স্থূলদেহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া, স্থূল দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হয়। বাসনার প্রভাব যেরূপ, সূক্ষ্মের প্রকাশও সেইরূপ হইয়া থাকে। বলিষ্ঠ ব্যক্তির বলিষ্ঠ বাসনাতেজ উদ্ভূত জীবনীশক্তি প্রভাবে, ছায়াদেহ স্থূলদেহের ন্যায় ঘনীভূত হইতে পারে; কিন্তু অতুরের দেহ প্রায় ঐরূপ সম্ভবে না।

বাষ্পদেহ কিয়ৎকালের জন্য প্রকাশমান হইলে সহসা উহা একটী স্বতন্ত্র দেহ বোধ হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। দেহ হইতে বাহির হইলেও উহা বন্ধন ছেদ করিতে পারে না। আহত হইলে স্থূলদেহ পর্য্যন্ত আহত হয়। স্থূল বাসনাতেজ প্রভাবে দেশ, কাল, পাত্র বিশেষে উহার হ্রাস বৃদ্ধি লক্ষিত হয়।

জীবদেহ মাত্রেরই কারণদেহ আছে, কিন্তু সকল দেহ হইতে উহা নির্গত হয় না। এ জগতে সমস্তই কারণের অধীন, বিশেষ কারণ ব্যতীত উহার উদ্রেক হয় না। ও স্থূল হইতে বাহির হইলেও উহা ঘনীভূত

হইয়া স্থূল দৃষ্টির গোচর হয়। তজ্জন্য সূক্ষ্মের প্রকাশ ও বিরল।

অনন্ত শক্তিমানের কৃপায় কতক ব্যক্তির জীবনীশক্তি এরূপ প্রবল, যে কোন যত্ন বা শিক্ষা ব্যতিরেকে কেবল ইচ্ছামাত্র, উঁহাদিগের সূক্ষ্মদেহের আবির্ভাব হইয়া থাকে। কখন কখন ঐ দেহ, স্থূলের বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হয় ও স্থূল বন্ধন ছেদ করিতেও চেষ্টা পায়।

"ফরাসিস্ বিদ্রোহ সময়ে মেং বি নামে জনৈক ডাক্তার পালার্মো যাত্রা করেন। সেই স্থানে তখন এট্নার যোগিনীর খ্যাতি অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি প্রথমে ঐ কথায় কর্ণপাতও করেন নাই; কিন্তু যোগিনীর অদ্ভুত শক্তির কথা তত্রত্য আবালবৃদ্ধবণিতার মুখে শ্রবণ করিতে করিতে, তথ্য অনুসন্ধানেচ্ছুক হইয়া, এক দিবস তিনি এট্না পর্ব্বতে যাত্রা করিলেন। মনে করিয়াছিলেন যে লোলিত চর্ম্ম, স্খলিত দন্ত, শুভ্র কেশ, এক বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইবেন, কিন্তু তথায় পঁহুছিয়া কুটীর মধ্যে তিনি এক তরুণবয়স্কা পরম সুন্দরী রমণীকে দেখিবামাত্র বিস্মিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এট্নার যোগিনী কাহার নাম?"

রমণী কহিল, "আমার নাম।"

"কি, এত অল্প বয়স! ভাল, তুমি আমার ভূত ও ভবিষ্যত কিছু বলিতে পার?"

"অবশ্য পারি, কুটীর মধ্যে আসুন, শ্রবণ করিয়া সত্য মিথ্যা বিচার করিবেন।" এই কথা বলিয়া যুবতী এক-খানি কাগজ আনয়ন পূর্ব্বক, ডাক্তারকে প্রশ্ন লিখিতে কহিলেন। চিকিৎসক কাগজখানি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন দেখিয়া, সুন্দরী তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, উহা তাঁহার হস্ত হইতে লইয়া বলিলেন "না না, আমার কাগজে কাজ নাই, উহাতে কোন দ্রব্যগুণ আছে মনে করিতে পারেন—আপনার পুস্তক হইতে কাগজ লইয়া উহাতে প্রশ্ন লিখুন?"

উক্ত কথা কহিতে কহিতে তিনি অগ্নিতে কয়েক-খানি শুষ্ক কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিয়া একবার নাড়িয়া দিলেন। অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে প্রশ্ন লিখিত কাগজ চিকিৎ-সকের হস্ত হইতে লইয়া, উহা অগ্নি মধ্যে নিক্ষেপ করি-লেন। কিন্তু কাগজ অগ্নি মধ্যে কিছুমাত্র বিকৃতি প্রাপ্ত না হইয়া বরং উহাতে স্পষ্টাক্ষরে প্রশ্নের উত্তর বিদ্যমান হইল।

অতি চমৎকৃত হইয়া, কিন্তু তথ্য জানিতে না পারিয়া, ডাক্তার বারম্বার এইরূপ পরীক্ষা করিয়াও কিছুমাত্র

অসন্তোষের কারণ পাইলেন না। তখন যোগিনীর উপর তাঁহার দৃঢ় ভক্তির উদ্রেক হইল, ও তদবধি তিনি অবসর পাইলেই কুটীরে উপস্থিত হইয়া, ঐ অদ্ভুত ক্ষমতার গুপ্ত রহস্য জানিবার ইচ্ছায় তরুণীকে ঐ সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

এক দিবস যোগিনী কহিলেন, "গুপ্ত রহস্য আর কিছুই নাই; এটনা পর্ব্বতস্থ একটী ভূত আমার আজ্ঞা-কারী—অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবামাত্র ধূমরাশী হইতে নির্গত হইয়া, সে আপন হস্তে প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া দেয়। কখন কখন উহা আসিবার অনিচ্ছা প্রকাশ করে। সে অবস্থাতেও মনে করিলে আমি তাহাকে আনয়ন করিতে পারি; কিন্তু তাহার রোষের উদ্রেক হইলে তৎ-কালে আমার ইচ্ছা বলবৎ থাকা নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠে।"

কিছুদিন পরে ডাক্তার একথার যাথার্থ্য অবগত হইয়া-ছিলেন। তাঁহার বাটী হইতে বহুদিন পত্র না পাইয়া, পরিবারবর্গের জন্য নিতান্ত চিন্তিত চিত্তে, এক দিবস তিনি যোগিনীর নিকট সংবাদ প্রার্থনা করিলেন।

যোগিনী কহিলেন "অদ্য নহে এ সময় প্রেত আসিবে না, ও উহাকে বলপূর্ব্বক আনিতেও ইচ্ছা করি না।

কল্য প্রাতেঃ আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব।”

ডাক্তার নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া বারম্বার অনুরোধ করিলে, বিপদ সত্বেও যোগিনী অবশেষে ঐ কার্য্যে সম্মত হইলেন; ও তৎক্ষণাৎ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া উহার মধ্যে প্রশ্ন লিখিত কাগজ স্বহস্তে ধরিবামাত্র সংজ্ঞা শূন্যা হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। বোধ হইল, কেহ যেন তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ফেলিয়া দিল। কাগজখানি দগ্ধ হইল ও তাঁহার বাম বাহুতে একটী অগ্নি ময় হস্তের চিহ্ন প্রতীয়মান হইল।”

এই উদাহরণে, লেখক রমণীর সূক্ষ্মদেহ ভিন্ন অপর কেহ বোধ হয় না। সময়ে সময়ে উত্তর দিবার অনিচ্ছা প্রকাশ কেবল উহার দৌর্ব্বল্যের চিহ্ন। জীবনী-শক্তির আধিক্য ব্যতীত ছায়া দেহ বলবান হয় না। ঐ শক্তি সকল সময়ে প্রবল বেগ ধারণ করিতে পারে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। কোন কোন ব্যক্তির জীবনী-শক্তি স্বাভাবিক প্রবল হইলেও শারীরিক ও মানসিক অবস্থানুসারে সময়ে সময়ে উহার হ্রাস হইবার সম্ভাবনা আছে। অনিচ্ছা বশতঃ বা পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য কারণে যখন শক্তির পূর্ণ ভাব না থাকে, তৎকালে সহসা উহা উদ্দীপনের চেষ্টা করিলে,

সূক্ষ্ম অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া বন্ধন সূত্র ছেদ করিতে বা উহার বিপক্ষতাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। যোগিনী এই কারণেই মূর্চ্ছিতা ও বিপদ গ্রস্তা হইয়াছিলেন।

এক্ষণে প্রেত দেহ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। জীবিত ব্যক্তির বাষ্পদেহের ন্যায় ইহাও বিরল। উহার কারণও কিছু বিভিন্ন নহে। মৃত্যু হইবামাত্র সূক্ষ্মদেহ স্থূল বন্ধন চ্যুত হইয়া, নবজীবন প্রাপ্তে স্বাধীন ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, তাহা কখনই সম্ভবে না। আন্তরিক প্রবল তড়িৎ-শক্তির বেগ ব্যতীত বাষ্প দেহ সজীব ভাব ধারণ করে না। মৃত্যুর পূর্ব্ব বাসনা তেজ সহকারে শক্তির প্রবলতা ভিন্ন বন্ধন ছেদের পর সূক্ষ্মের প্রকাশ ভাব সম্ভবে না। সূক্ষ্মদেহ সূক্ষ্মভাবেই থাকে।

রোগে জর জর, অথবা বার্দ্ধক্য দশায় জীবনী-শক্তির হ্রাস হইলে, বন্ধন মোচনে বাষ্পদেহের পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না। সচরাচর অপমৃত্যু জনিত প্রেত যেরূপ উৎপাত করে, অপর প্রেতের তদ্রূপ অত্যাচার দেখা যায় না। সলিল, অনল, বা উদ্বন্ধন ইত্যাদিতে প্রাণ বিয়োগ সময়ে শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা সহকারে

প্রচুর জীবনী শক্তির উদ্ভাবনে, সূক্ষ্ম ঐ শক্তিতে শক্তিমান হইয়া কিছুকাল বাসনানুযায়ী কার্য্যকারী হয়।

জীবন্ত ও মৃত এই দুই প্রকার ভূতের উৎপত্তির একই কারণ, তজ্জন্য উহাদিগের কার্য্যের ও অধিক পরিমাণে সাদৃশ্য দেখা যায়। গৃহস্থিত চেয়ার, টেবিল, তৈজস পত্র ইত্যাদির স্থান পরিবর্ত্তন, ও শব্দ ইহার প্রমাণ।

গৃহে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে রজনী যোগে উপদ্রব প্রকৃত ভূতের কার্য্য। কিন্তু কাহারও মৃত্যু হয় নাই, অথচ ঐরূপ উপদ্রব, জীবিত ভূত ব্যতীত অন্য কাহারও কর্ম্ম সম্ভবে না। বিশেষ অনুসন্ধান করিলে ইহা তড়িৎ শক্তির প্রভাব নিশ্চিৎ করা যাইতে পারে। প্রায় যুবতীগণই এই উপদ্রবের কারণ হইয়া থাকেন।

নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নে উভয় সূক্ষ্মের দর্শন লাভ হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতটীকে নির্ব্বাচন করা অতি সুকঠিন। এই সম্বন্ধে ভেলেরিয়স্ মেকসিমস্ নামক গ্রন্থকারের স্বপ্ন বৃত্তান্ত গ্রন্থ হইতে, কয়েকটী উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"কবি সিমোনাইড কোন সমুদ্র তটে পঁহুছিয়া একটী শবদেহ ভূতলে পতিত দেখিবামাত্র উহার

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। রজনীযোগে নিদ্রা-বস্থায় এক মূর্ত্তী উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পরদিবস সেই স্থান হইতে যাত্রা করিতে নিষেধ করিল। স্বপ্নদৃষ্ট মূর্ত্তীর নিষেধ বাক্যানুযায়ী তিনি পর দিবস সমুদ্র তটে অতি-বাহিত করিলেন। সঙ্গিগণ তাঁহার বাক্য না শুনিয়া জাহাজ চালাইবামাত্র প্রবল ঝটিকায় সকলেই সমুদ্র গর্ভ শায়ী হইয়াছিলেন। কবি এই ঘটনাসম্বন্ধে একটী কবিতা লিখিয়া কৃতজ্ঞতার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন।"

এক্ষণে উক্ত ঘটনা, প্রেত কি সূক্ষ্ম দেহের কার্য্য, বিচার করা কর্ত্তব্য। মৃত দেহ টাট্‌কা, তখনও গলিত হয় নাই। জলমগ্ন হওয়া ও মৃত্যুর কারণ এই অবস্থায় প্রেত সজীব ভাবে কার্য্যক্ষম হইতে পারে; কিন্তু উহার ভবিষ্যৎ বলিবার ক্ষমতা নাই। কারণ সাধু সূক্ষ্ম দর্শীগণ প্রেতাবস্থা প্রাপ্ত হয়েন না, মৃত্যুর পর উঁহারা উচ্চতর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ঘোর সাংসারিক বা অসাধু ও অপমৃত ব্যক্তিগণ, সাংসারিক বিষয়েই ব্যস্ত, ইহ ক্ষণভঙ্গুর জগতই তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব; তাঁহারা কখনই দূরদর্শী হইতে পারে না। এই সমস্ত কারণে এ উদা-হরণে, ভূতের কার্য্য বিবেচনা না করিয়া উহা কবির সূক্ষ্ম দেহের কার্য্য সিদ্ধান্ত হইল।

এই সম্বন্ধে ডাক্তার কার্নারের মুখ নিঃসৃত, প্রভোস্টের যোগিনী সম্বন্ধে, অপর একটী উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"যোগিনী একদিবস রন্ধনশালায় ক্রোড়স্থ শিশু সন্তান সহ একটী প্রেতনী দেখিয়াছিলেন, সূক্ষ্মদর্শন ক্ষমতা প্রভাবে তিনি সর্ব্বদা বিচিত্র দর্শন করিতেন, তজ্জন্য উক্ত ঘটনা সে দিবস তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে নাই। কিন্তু ঐ ছায়া দেহ, ঐ অবস্থায়, ক্রমান্বয়ে কয়েক দিবস দেখিয়া, তিনি এক দিবস কয়েক ব্যক্তিকে ডাকাইয়া, ঐ স্থান খনন করিতে আদেশ করিলেন। প্রায় ৮ হাত খনন করিবার পরে এক শিশুর মৃত দেহ সকলের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। মৃতদেহের বিধিমত অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পরে প্রেতনী আর দেখা দেয় নাই।"

এই দৃষ্টান্তে স্বপ্নের সম্পর্কও নাই। এ ঘটনা অপর ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর হইলে আমরা প্রেত স্বীকার করিতে বাধ্য হইতাম; কিন্তু উহা যোগিনীর সূক্ষ্ম দর্শন ক্ষমতার অন্তর্গত বিবেচনায়, তাঁহার সূক্ষ্মদেহের কার্য্য স্থির করিলাম।

জীবনী শক্তির প্রাবল্যে, সূক্ষ্মদেহ মানবরূপ ব্যতীত

পশুরূপ ও ধারণ করিতে পারে। প্রায় ১৫ বৎসর গত হইল সেণ্টলিজিয়ার গ্রামে দুই ভ্রাতা এইরূপ ঘটনা চক্ষে দেখিয়াছিলেন। এতদ্সম্বন্ধে কনিষ্ঠের বাক্য নিম্নে বিবৃত হইল।

"১৫ বৎসর পূর্ব্বে আমরা সেণ্টলিজিয়ার গ্রামের প্রান্তভাগে একখানি বাটী ভাড়া লইয়া, দুই ভ্রাতা তথায় বাস করিতাম। আমাদিগের একটী মাত্র শয়ন গৃহ ছিল; ঐ গৃহে যাইতে হইলে, বসিবার ঘর হইতে একটী ছোট কাষ্ঠের সিঁড়ি দিয়া যাইতে হইত। এক দিবস রাত্রি ৮ টার সময় আমরা শয়ন করিবামাত্র, যেন কেহ সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আমাদিগের গৃহে আসিতেছে, এইরূপ শব্দ হইল ও আমরা তৎক্ষণাৎ গৃহ মধ্যে একটী বাছুরের ন্যায় জন্তু দেখিতে পাইলাম। গৃহে আলোক জ্বলিতে ছিল, দেখিবার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় নাই।

অকস্মাৎ ঐ জন্তুকে দেখিবামাত্র আমি নিতান্ত ভীত হইয়া জ্যেষ্ঠকে জড়াইয়া ধরিলাম; কিন্তু তিনি আমার হস্ত ছাড়াইয়া এক লম্ফে শয্যা হইতে নামিয়া, যষ্ঠি হস্তে জন্তুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "পশু কি ভূত স্পষ্ট করে বল্? যদি ভূত হইস্ তোকে

সহজে ছাড়িব না।” পশু মুখ ফিরাইবামাত্র উহার লাঙ্গুল বিছানায় ঠেকিল ও উহা দ্রুতবেগে গৃহ হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল। ভ্রাতা উহার পশ্চাদ্ধাবমান হইলেন, কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করিয়া, উহাকে আর কোথাও দেখিতে পাইলেন না। বাটীর দ্বার সমূহ রুদ্ধ ছিল, কোন স্থান দিয়া প্রস্থানের উপায় ছিল না। পশু গৃহ হইতে বাহির হইলে আমি জানালা খুলিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিলাম কিন্তু বাটী হইতে কিছুই বাহির হইতে দেখিতে পাইলাম না। পর দিবস এই ঘটনা প্রতিবাসিগণকে বলিবামাত্র, তাঁহারা উহা নিকটস্থ এক যাদুকরের কার্য্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন।”

“কেন্‌টন্‌ ডিক্রেয় প্রদেশস্থ সেরিসল গ্রামে বিগট্‌ নামে একজন জাঁতা বিক্রেতা বাস করিতেন; তাঁহার যাদুকর খ্যাতি ছিল। এক দিবস অতি প্রত্যুষে, বিগট্‌-সহধর্ম্মিণী বস্ত্র ধৌত করিবার জন্য, গৃহ হইতে বাহির হইয়া নদী তীরে যাইতেছিলেন, বিগট্‌ শয্যা হইতে বলিলেন “এখন বাহিরে যাইও না, গমন করিলে বড় ভয় পাইতে হইবে।” রমণী তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া স্বকার্য্যে গমন করিলেন। বস্ত্র ধৌত করিতে আরম্ভ করিবামাত্র একটা

কুকুরের ন্যায় জন্ত তাঁহার চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল দেখিয়া, তিনি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া, বস্ত্র ধৌত করিবার কাষ্ঠ-ফলক উঠাইয়া, সজোরে ঐ জন্তুর চক্ষের উপর আঘাত করিলেন। জন্তু তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইল। ঐ সময় বিগট্ শয্যা মধ্যে "চক্ষু গেল চক্ষু গেল," বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন ও তদবধি তাঁহার এক চক্ষু অন্ধ হইল।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রেত-তত্ত্ব।

প্রেতদেহ জীবিত ব্যক্তির বাষ্পদেহের শেষ ভাগ মাত্র। আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে উভয় বাষ্পদেহের প্রভেদ প্রমাণ করিয়া, এক্ষণে প্রেত সম্বন্ধে কয়েকটী বিষয় বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

মৃত্যুর পর প্রেতাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, প্রেত জীবিতাবস্থার প্রবৃত্তি, বাসনা, রীতি, নীতি, কিছুই বিস্মৃত হয় না; ও তন্নিবন্ধন প্রায় জাতিধর্ম্ম অনুযায়ী অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এবং যাহাতে উহা সুসিদ্ধ হয় তদ্বিষয়ে যত্নবান হইয়া থাকে। স্পষ্ট কথা না বলিয়া, উহারা বিবিধ উপায়ে ঐ কার্য্য সম্পাদন করে। দেওয়াল প্রভৃতিতে আঘাত ও ইষ্টক নিক্ষেপ ইহার প্রধান অঙ্গ। পণ্ডিতবরাগ্রগণ্য প্লিনি এতদ্‌সম্বন্ধে এক বিচিত্র উপাখ্যান বলিয়াছেন।

"এথেন্‌সের কোন বাটীতে একটা ভূত প্রত্যহ রাত্রিকালে শৃঙ্খল নাড়িবার মত শব্দ করিত, তজ্জন্য কেহ উহাতে বাস করিতে সাহসী হইতেন না। এক দিবস বিজ্ঞানবেত্তা এথিনিডোরস্ সন্ধ্যার পর ঐ বাটীতে প্রবেশ করিয়া প্রেতের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ভূত শৃঙ্খল শব্দ করিতে ২ ত্বরায় দেখা দিয়া, তাঁহাকে উহার পশ্চাৎ গমন করিতে ইঙ্গিৎ করিল। তিনি ইঙ্গিৎ বুঝিতে পারিয়া উহার পশ্চাৎ গমন পূর্ব্বক ঐ গৃহস্থিত গোরস্থানে উপস্থিত হইলেন। প্রেত ও অদৃশ্য হইল।

পর দিবস ঐ স্থান খনন করিয়া শৃঙ্খল বদ্ধ মানব দেহ প্রাপ্তে, উহার বিধিমত অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদিত হইল। তদবধি ঐ বাটীতে আর প্রেতের উপদ্রব ছিল না।"

প্রেতাবস্থা প্রাপ্তে, প্রিয় বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, শেষ বিদায় লইবার ইচ্ছা বলবৎ থাকে। পরম শত্রু থাকিলে, উহারা বৈরনির্য্যাতনের চেষ্টা পায়। মরূটন্ কৃত প্রেত বর্ণন গ্রন্থে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

"লণ্ডন নগরে এক দিবস দুই যুবা ঘুসা ঘুসি ও মল্ল যুদ্ধ করিতে করিতে একের প্রাণ বিয়োগ হওয়ায়, রক্ত মাখা প্রেতদেহ তৎক্ষণাৎ বোষ্টন্ নগরে তাঁহার ভ্রাতার

নিকট উপস্থিত হইয়া, হত্যাকারীর নাম পর্য্যন্ত বলিয়া উহার শাস্তি প্রার্থনা করিয়াছিল”।

মানবের মৃত্যুর পরে যদি ঘৃণা ও রোষ সঙ্গী হয়, তবে অসম্পূর্ণ বাসনা কেনই বা বলবৎ না থাকিবে। এই সম্বন্ধে একটী উদাহরণ চতুর্দ্দশ লুইর রাজত্ব কালে, পারিস নগরের থানার তালিকায় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

“কোন যুবক এক যুবতীর লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া, তিন বৎসর কাল তাঁহার পাণিগ্রহণের নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি সাধ্যসাধনা সত্বেও রমনীর অনিচ্ছা বশতঃ উহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, নিতান্ত হতাশ হইয়া ক্ষয় রোগগ্রস্ত হয়েন। ঐ রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে দৈবাৎ এক দিবস ঐ রমণীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, তিনি তাঁহাকে যথোচিৎ তিরস্কার করিয়া, মৃত্যুর পর তিন বৎসর কাল সমুদায় যন্ত্রণার প্রতি-শোধ তুলিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন।

যুবার মৃত্যুর পর উক্ত রমণীর ভবনে অশেষ প্রকার উপদ্রব আরম্ভ হইলে, সেই প্রতিজ্ঞার কথা তাঁহার স্মরণ হইল। কখন করতালী, কখন বিকট হাস্য ও কখন কখন বন্দুকের আওয়াজের ন্যায় শব্দ হইতে লাগিল।

অবিশ্রান্ত এইরূপ যন্ত্রণায় অস্থির চিত্ত হইয়া ও

প্রতিকারের কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া অবলা এক দিবস পুলিস কর্ম্মচারীর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া, তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। শান্তি রক্ষক তথ্য জানিবার জন্য কএকটী বিখ্যাত চর নিযুক্ত করিলেন। উহারা উপদ্রব শুনিতে লাগিল কিন্তু নানা কৌশলে ও উপদ্রবকারীকে দেখিতে না পাইয়া, অবশেষে উহা ক্ষমতার অসাধ্য বলিয়া চলিয়া গেল। মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রতিজ্ঞানুযায়ী তিনবৎসর ধরিয়া ঐরূপ উপদ্রবের পর উহার শান্তি হইল।”

বিরহ যন্ত্রণায় মৃত্যু হইলে, প্রেত কেবল দেখা দিয়া ও সামান্য উৎপাত করিয়া ক্ষান্ত হয় না। পাদ্রি টিরেকের প্রেতাবস্থা বর্ণন গ্রন্থে, কোন কামিনী এক যুবার পাণি গ্রহণে অস্বীকৃতা হইয়া যেরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ছিলেন, তদ্বিষয় বিশদ রূপে লিখিত আছে। “যুবার মৃত্যুর পর প্রেতদেহ প্রকাশ ভাবে প্রত্যহ উহাকে তিরস্কার করিত ও সময়ে সময়ে প্রহার ও নানাবিধ অত্যাচার করিতে পরাঙ্মুখ হইত না। পাদ্রী ঐ রমণীকে উত্তম রূপ জানিতেন ও তাঁহার মুখ হইতে সমস্ত অত্যাচারের কথা শুনিতে পাইতেন। সময়ে সময়ে গাত্রে প্রহারের চিহ্ন পর্য্যন্তও দেখিতেন।”

প্রবল কর্ম্ম-বাসনা সত্বে মৃত্যু হইলে, প্রেতাবস্থায় বাসনানুযায়ী কার্য্য করিবার ইচ্ছা বলবৎ থাকে।

"দ্বিতীয় ফ্রেডরিক্ রাজার রাজত্ব কালে, প্রূসিয়া দেশের কোয়ারি গ্রামস্থ এক জন ধর্ম্মোপদেশকের পরিচারীকার মৃত্যু হইলে, তিনি অপর এক পরিচারীকা নিযুক্ত করেন। রমণী কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়া অবধি অশেষ অত্যাচার সহ্য করিয়া, অবশেষে উহা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া ছিল। তাহার কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবারও বিশেষ আবশ্যক ছিল না। কারণ অদৃশ্য ব্যক্তি, অদৃশ্য ভাবে, প্রত্যহ সংমার্জ্জনিদ্বারা গৃহ পরিষ্কার করিত ও দ্রব্যাদি যথাস্থানে রাখিত; অধিক কি, গৃহের সমুদায় কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিত।

এই কথা রাজার কর্ণগোচর হইলে তিনি দুই জন প্রধান কর্ম্মচারীকে এতদ্বিষয়ের তথ্য জানিতে পাঠাইলেন। তাঁহারা গির্জা দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহাদিগের সম্মুখে বাদ্যধ্বনি আরম্ভ হইল, কিন্তু বাদ্যকর কাহারও দৃষ্টিগোচর হইল না। ক্রমে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, গৃহকার্য্য চক্ষে দেখিয়া অতি বিস্মিত চিত্তে, একজন কহিলেন "কি আশ্চর্য্য ইহা ভূত অপেক্ষাও অদ্ভুত"। কথা সমাপ্ত না হইতেই তিনি অদৃশ্য

ব্যক্তির একটী ঘুসি খাইয়া নিস্তব্ধ হইলেন। রাজা কর্ম্মচারীদিগের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, ঐ গির্জা ভূমিসাৎ করাইয়া, ঐ স্থানে এক নূতন ধর্ম্মমন্দির স্থাপন করিলেন।"

কোয়ারি গ্রামস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রেতনীর কার্য্য দেখিয়াছিলেন ও ঐ সম্বন্ধে তাহাদিগের কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। প্রেত অধিকাংশ সময় এইরূপ অদৃশ্য ভাবে কার্য্য করে। কিন্তু নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তে ইহার বিপরীত দেখিতে পাওয়া যায়।

"১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে ক্রিষ্টোফার্ মেনিং নামে এক ঔষধ বিক্রেতার কর্ম্মচারী, সাইলিসিয়া দেশের ক্রোসেন্‌গ্রামে মানবলীলা সম্বরণ করেন। মৃত্যুর কিছু দিন পরে, প্রেত এক দিবস প্রত্যূষে ঔষধালয়ে উপস্থিত হইয়া, ক্ষণেক বসিল, ক্ষণেক দাঁড়াইল ও ক্ষণেক তাকের নিকট গমন করিয়া ঔষধের শিশি একস্থান হইতে অন্য স্থানে রাখিল, ঔষধ পরীক্ষা করিল, উহায় আস্বাদ লইল, ও ঔষধ প্রার্থীগণকে ঔষধ দিয়া, মূল্য লইয়া আল্‌মারির মধ্যে রাখিল। এই অদ্ভূত ব্যাপার দর্শনে কর্ম্মচারীগণ ভীত হইয়া বাক্য নিস্সরণ করিতেও সমর্থ হয়েন নাই।

মৃত্যুর পূর্ব্বে মেনিংয়ের সহিত তাঁহার প্রভুর বিবাদ

হয়। প্রভু এক্ষণে পীড়িতাবস্থায় অপর গৃহে ছিলেন। প্রেত ঔষধালয়ের কার্য্য সমাধা করিয়া, প্রভুর নিকট উপস্থিত হইল ও তাঁহাকে কিয়ৎকাল বিধিমত বিরক্ত করিয়া সহসা অন্তর্হিত হইল।

কুমারী এলিজেবেথ্ চারলট্ এই অদ্ভুত প্রেত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া উহাকে পিশাচগ্রস্ত বিবেচনায় উহার শবদেহ কবর হইতে উঠাইতে অনুমতি করিলেন। কিন্তু গলিত মাংস ও অস্থি ভিন্ন শবের আর কিছুই দৃষ্টি গোচর হইল না। তখন সকলে ঔষধ বিক্রেতাকে মেনিংএর সমস্ত দ্রব্য ফেলিয়া দিতে কহিলেন, ও তদবধি প্রেত আর কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই।"

লিপ্জিগ্ বিদ্যালয়ের তালিকায় এই ইতিহাস লিখিত আছে। এই বিষয় লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক ও অনুসন্ধানের পর উহা লিখিত হয়।

প্রেতের কার্য্য দেখিলে প্রেতাবস্থা কেবল যন্ত্রণার অবস্থা বলিয়া অনুভব হয়। আত্মীয়গণ প্রেতাত্মার কষ্ট বিবেচনায়, প্রেতোদ্ধারের বিবিধ চেষ্টা পাইয়া থাকেন। প্রেতোদ্ধারের উপায় সকল দেশেই আছে, কিন্তু পরস্পর বিভিন্ন।

প্রেতগণ বর্ত্তমান কিছু বলিতে পারে; ভবিষ্যতের

উপর উহাদের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। প্রেত-দেহ মৃত্যুর অধীন, কাল স্রোতে উহা আকাশ শক্তিতে মিশাইয়া, অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। প্রেত-জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, প্রেত উহার কোন সন্তোষ জনক উত্তর দিতে পারে না। এই সম্বন্ধে ডাক্তার ব্রিয়ারের লিখিত দৃষ্টান্ত পাশ্চাৎ বর্ণিত হইল।

"বিজুল ও ডেস্‌ফন্‌টেন্‌ নামক দুইটী ছাত্রের দৃঢ় বন্ধুত্ব ছিল। উভয়ের মধ্যে যাঁহার অগ্রে মৃত্যু হইবে, তিনি অবস্থান্তরের কথা জীবিত বন্ধুকে বলিবেন বলিয়া, পরস্পর প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এইরূপ প্রতিজ্ঞার এক বৎসর পরে ডেস্‌ফন্‌টেনের মৃত্যু হয়।

প্রেত, বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিবামাত্র, তিনি তাহার বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে "কোথায় আছ, কি করিতেছ, পরে কি হইবে?" প্রভৃতি অনেক প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু সে একটী প্রশ্নেরও উত্তর না দিয়া, কেবল জলমগ্নই মৃত্যুর কারণ বলিয়া, ও উহার পিতা, মাতা, ইত্যাদি আত্মীয় বর্গ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা কহিয়া সহসা অন্তর্হিত হইল।"

প্রেতদেহ বহুকাল স্থায়ী নহে। আলোক ও উত্তাপ-তেজে উহার পরমাণু ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে অতীব সূক্ষ্ম

মিলিত হয় ও কাল বসে প্রেত শরীরের আর কোন চিহ্ন ও থাকে না।

কথন কথন উহা কালের হস্ত হইতে পরিত্রাণাশায় নানা প্রকার কৌশল করিয়া থাকে। আমরা পর পরিচ্ছেদে উহা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইব।

নবম পরিচ্ছেদ।

পিশাচ বর্ণন।

ভুতযোনীর মধ্যে পিশাচ অতি বলবান, দুর্দ্দান্ত, ও রুধির লোলুপ। ইহারা দীর্ঘ জীবনের জন্য চেষ্টিত থাকে। পণ্ডিতবর ডম-কালমেট্ বর্ণিত নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত সমুহে, উহাদিগকে বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায়।

"প্রায় শতবর্ষ গত হইল এস্ক্লাভোনিয়া দেশের কিশিলোভা গ্রামে একজন বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। সমাধির তিন দিবস পরে, নিশিযোগে সে আপন পুত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া, কিছু আহারের প্রার্থনা করে, ও খাদ্য প্রাপ্তে অদৃশ্য হয়। পুত্র প্রত্যূষে ঐ কথা প্রতিবাসীগণকে জ্ঞাপন করে। পিশাচ ঐ দিবস আর দেখা দেয় নাই; কিন্তু তৃতীয় রাত্রে সে পুনরায় উপস্থিত হইয়া, খাদ্যাভাবে পুত্রের ঘাড় ভাঙ্গিয়া, রক্ত শোষণ করিয়া চলিয়া যায়। শবদেহ গৃহস্থ ও প্রতিবাসীগণ পর দিবস শয্যায় দেখিয়াছিলেন। ঐই দিবস গ্রামস্থ ছয় জন ব্যক্তি সহসা পীড়িত হইয়া, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কাল-গ্রাসে পতিত হয়েন। তত্রস্থ স্বাস্থ্যরক্ষক এই সমস্ত মৃত্যুর তালিকা বেল্‌গ্রেড্‌ রাজধানীতে পাঠাইলে, তথা হইতে দুইটী প্রধান কর্ম্মচারী উপস্থিত হইয়া মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা ছয় সপ্তাহ কালের মৃতব্যক্তিদিগের কবর উত্তোলন করাইয়া, শবদেহ পরীক্ষা করিতে করিতে, ক্রমে বৃদ্ধের কবর খুলিবামাত্র, উহার বিস্ফারিত চক্ষু, উজ্জ্বলবর্ণ, ও মৃদু নিশ্বাস প্রশ্বাস দেখিয়া, উহাকে পিশাচ অবস্থা প্রাপ্ত স্থির করিয়া, ঘাতুককে উহার বক্ষঃস্থলে ছুরিকাঘাত

করিতে আদেশ করিলেন। ঘাতুক আঘাত করিবামাত্র বক্ষঃস্থল হইতে রুধির-ধারা বহিতে লাগিল; তখন সকলে মিলিয়া শবদেহ অগ্নি মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া উহা ভস্মরাশী করিয়া ফেলিলেন। তদবধি পিশাচের উপদ্রব আর কাহাকেও সহ্য করিতে হয় নাই।"

উপরুক্ত দৃষ্টান্তে পিশাচকে গুপ্তভাবে আসিতে দেখা যায়। আসিবার কারণ ও স্পষ্ট লক্ষিত হয়। পিশাচ বলপ্রার্থী, আহার অন্বেষণই উহাদিগের কার্য্য। কিন্তু এই দৃষ্টান্তে পুত্র ও গ্রামবাসীগণের উহা দ্বারা প্রাণবধের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। পশ্চাল্লিখিত দৃষ্টান্তে ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

"১৭১৮ খৃঃ অব্দে সারভিয়া ও ওয়ালাচিয়ার কিয়দংশ, অষ্ট্রীয়া রাজ্যভুক্ত হইলে, অষ্ট্রীয়ার সৈন্যাধ্যক্ষগণ স্বরাজ্যে যে সমস্ত তালিকা পাঠাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে এইরূপ লিখিত আছে। "এস্থানে সকলেই ভূত স্বীকার করেন। দেশবাসীদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে মৃত্যুর পর কোন কোন প্রেত কবর হইতে উঠিয়া জীবিত ব্যক্তির রক্ত শোষণ পূর্ব্বক শবদেহ রক্ষা করিতে চেষ্টিত থাকে।

১৭২০ খৃষ্টাব্দের তালিকাতে যেরূপ লিখিত আছে নিম্নে অবিকল বর্ণিত হইল।

"নিম্নহঙ্গেরিস্থ কিসোলাভা গ্রামে পিয়ার প্লগো-গিজ্‌নামে এক ব্যক্তি, মৃত্যুর দশ সপ্তাহ পরে নিশিযোগে কয়েকটী গ্রামবাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাহাদিগের গ্রীবা এরূপ ভাঙ্গিয়াছিল যে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উহাদিগকে মানবলীলা সম্বরণ করিতে হয়। এক সপ্তাহ মধ্যে ৯জন যুবা ও বৃদ্ধের এইরূপ অপঘাত মৃত্যু হইয়াছিল।

পিয়ারের সহধর্ম্মিণী মৃত স্বামীর উপদ্রবে অস্থির হইয়া, প্রাণভয়ে দেশত্যাগ করিয়াছিলেন। গ্রামস্থ সকলে শবদেহ দাহ করিবার জন্য সৈন্যাধ্যক্ষের অনুমতি প্রার্থনা করায় তিনি উহাতে অস্বীকৃত হইলে, উহারা স্বদেশ ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বাস করিবার কল্পনা করিতে লাগিল। বিষম বিভ্রাট উপস্থিত দেখিয়া সেনাপতি স্বয়ং ঐ গ্রামে উপস্থিত হইয়া, তত্রত্য ধর্ম্মোপদেশকের উপদেশানুযায়ী কবর উত্তোলন পূর্ব্বক খুলিবামাত্র, পিয়ারের নাসিকার অগ্রভাগ ব্যতীত শরীরের অপর সমুদায় অংশ টাট্‌কা দেখিতে পাইলেন। দেহ দেখিলে মৃত কি নিদ্রিত স্থির করা সুকঠিন। নখ, কেশ, শ্মশ্রু ও সর্ব্বাঙ্গের কান্তি ও পুষ্টি দেখিয়া, দর্শকবৃন্দের মনে উহাকে জীবিত বলিয়া ভ্রম জন্মিল। মুখমণ্ডলে নূতন রক্ত সঞ্চার দেখিয়া তাঁহারা উহাকে রুধির শোষক সিদ্ধান্ত

করিলেন। ঘাতুক উহার বক্ষঃস্থলে ছুরিকাঘাত মাত্র বদন ও নাসিকা হইতে নির্ম্মল শোণিত ধারা নির্গত হইল। শবদেহ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইল ও ক্ষণকাল মধ্যে উহা ভস্মরাশী হইয়া গেল।"

"কোন সৈনিক পুরুষ এক দিবস এক বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার সহিত একত্র আহারে বসিবা মাত্র, এক আগন্তুক ব্যক্তি গৃহমধ্যে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদিগের নিকট উপবিষ্ট হইলেন। উহাঁকে দেখিবামাত্র বন্ধু অত্যন্ত ভীত হয়েন। পর দিবস তাঁহার মৃত্যু সম্বাদ প্রাপ্তে সৈন্যদলের কাপ্তেন কাউণ্ট কেব্রিরার উপর উহার কারণ অনুসন্ধানের ভার অর্পিত হইলে, তিনি অপর কএকজন সৈনিক পুরুষ ও ডাক্তার সমভিব্যাহারে মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে, আগন্তুক ব্যক্তিকে মৃত যুবার পিতার প্রেতদেহ সাব্যস্ত হওয়ায়, উহার কবর খনন করিবার আদেশ করিলেন ও দশ বৎসর কাল মৃত্যু সত্বে শবদেহ পুষ্ট ও মুখমণ্ডল জীবিত ব্যক্তির ন্যায় দেখিয়া, উহার মস্তক কাটিয়া লইয়া, দেহ মাত্র পুনরায় কবরে নিক্ষেপ করিলেন।"

"অপর এক প্রেত-দেহ মৃত্যুর পর ৩০ বৎসর মধ্যে, তিন বার দিবাভাগে স্বীয় ভবনে আগমন পূর্ব্বক ভ্রাতা, পুত্র

ও একজন ভৃত্যের ঘাড় ভাঙ্গিয়া রুধির পান করে। মৃত দেহ কবর হইতে উঠাইয়া মস্তকে দুইটী লৌহ শলাকা বিদ্ধ করিয়া উহা পুনরায় কবরস্থ করা হয়।”

“দুই পুত্রের নিপাত হেতু কেব্রিরা এক ১৬ বৎসরের শবদেহ দাহ করিতে বাধ্য হইয়া ছিলেন। এই ব্যাপারের তথ্য নিশ্চিৎ করিবার জন্য, উকীল, বিচারপতি, ডাক্তার ও বিজ্ঞানবেত্তাগণ একত্র সমবেৎ হইয়াছিলেন।”

পিশাচ সম্বন্ধে উত্তর ইউরোপ খণ্ডে অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু উপরোক্ত কয়েকটী দৃষ্টান্ত যথেষ্ট বিবেচনায় আমরা ঐ সমস্ত উল্লেখ করিতে বিরত হইলাম। উপরোক্ত দৃষ্টান্ত সমুহে উহার দীর্ঘ জীবনের বাসনা ও কারণ, বিশদরূপে জানিতে পারা যায়। পিশাচাবস্থায় সূক্ষ্মদেহ, বন্ধন সূত্র ছেদসত্ত্বেও মৃতদেহের অনুরাগ ত্যাগ করিতে না পারিয়া, উহাকে সজীব রাখিয়া উহার মধ্যে বাস করিতে চেষ্টিত থাকে। রক্ত চালনা ব্যতীত দেহ সজীব থাকেনা, তজ্জন্য উহা জীবিত ব্যক্তির বা জন্তুর রক্ত শোষণ করে। মানবগণ সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যেরূপ স্বার্থপরতা ও পাষণ্ডতা প্রকাশ করে, উহাদের মধ্যে তদপেক্ষা কিছুরই ন্যূনতা দেখা যায় না।

পিশাচ স্বার্থপরতা নিবন্ধন নিশিযোগে তস্করের ন্যায় গৃহস্থের বাটী প্রবেশ পূর্ব্বক লম্ফ দিয়া গৃহ স্বামীর গণ্ড-দেশ আক্রমণ করিয়া, শার্দ্দূলের ন্যায় রুধির পান করে। উহার আত্ম পর কিছুই জ্ঞান নাই। জীব মাত্রেই উহার কবল হইতে নিষ্কৃতি পায় না।

আমরা স্থূল ও সূক্ষ্মের সম্বন্ধ পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বিশদরূপে প্রমাণ করিয়াছি। পিশাচ মানসে যে রক্ত পান করে, উহা শবদেহে প্রবিষ্ট হইয়া শোণিত প্রবাহে দেহ নষ্ট হইতে পায় না। এমন কি এই উপায়ে প্রাণবায়ু অভাবেও কেবল স্বাভাবিক নিয়-মানুসারে কেশ, নখ প্রভৃতি বৃদ্ধি ও শরীরের লাবণ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

শবদেহ ভস্মসাৎ করিলে পিশাচ দশা প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না।

পরিশেষে এই বক্তব্য, যে যদি এই প্রবন্ধ পাঠে সূক্ষ্মদেহ ও উহার স্থায়ীত্ব বিষয়ে নিশ্চিততা প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে মানবের পরকাল সম্বন্ধে আর কিছুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না। অতএব যেরূপ ইহকাল, তদ্রূপ ঐ সময়ের জন্যও যত্নবান হওয়া সুবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির নিতান্ত আবশ্যক। দয়া, শান্তি, প্রেম, ভক্তি

অহিংসা. সত্য প্রভৃতি গুণ সমূহ সাংসারিক গণের ইহকাল ও পরকালের উন্নতির সোপান স্বরূপ, এ [illegible] গুণে ভূষিত হইলে মানব ক্রমে চরম পদেরও অধিকারী হইতে পারেন।

সম্পূর্ণ